দিয়াছেন। ঐ ৮ মাইল পাশের মধ্যে প্রতি মাইলে এক একটি কাষ্ঠ-মঞ্চ আছে, মঞ্চগুলি প্রায় ত্রিতল অট্টালিকা পরিমাণ উচ্চ। ঐ মঞ্চের সর্ব্বোচ্চে দুই জন করিয়া সশস্ত্র সিপাহি সতত বাস করে, এইরূপে প্রত্যেক মাচাতে লোক আছে। প্রথম মাচার সিপাহি দিগের এলাকা এক মাইল, তাহার এলাকায় পথিক আসিলে ঐ পথিককে সে পার করিয়া দিবে; তদনন্তর দ্বিতীয় এলাকায় পথিক গেলে সেখানকার সিপাহী তৃতীয় সীমার প্রথমাংশ পর্য্যন্ত পার করিয়া দিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইবে, এইরূপে পথিকেরা দলবদ্ধ হইয়া মধ্য স্থানে এবং সিপাহিরা বন্দুক লইয়া দুই পার্শ্বে গমন করিতে থাকে। তবুও ব্যাঘ্রেরা সুবিধা পাইলে শিকার ছাড়ে না। সে দিন কয়েক জন কনেষ্টবল কয়েকটা দস্যুকে গ্রেপ্তার করিয়া জামুই মহকুমায় আনিতেছিল, ঐ পাশের ভিতরে তাহাদের সকলেই ব্যাঘ্র সম্প্রদায়ের সম্মুখে পতিত হওয়ায় একেবারে শমন-সদনে গমন করিয়াছে। ঐ পাশের ভিতরে দাঁড়াইলে দুই বাহুর পার্শ্বেই জঙ্গল স্পর্শ করা যায়, পাহাড়ের ভিতর এত নিস্তব্ধ ও শীতল যে, ৫০ জন লোক একত্র চিৎকার করিলেও শুনা যায় না। বোধ হয় যেন সংসার ছাড়িয়া কোনও নূতন জগতে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এখানে আসিতে হইলে পূর্ব্ব হইতেই রীতিমত লোক-জনের বন্দোবস্ত করিতে হয়, অস্ত্র, ঘোটক প্রভৃতি সঙ্গে না থাকিলে আসা বড় দুষ্কর। আমরা রীতিমত সাজ সজ্জা করিয়া বহুলোকে একত্র হইয়া তবে এই পাশে প্রবেশ করিয়াছিলাম।

জামুই নগর হইতে ৬ ক্রোশ অন্তরে আর একদিকে বিখ্যাত মগয়াং পাহাড়। এই স্থানে সাঁওতাল জাতি একবার মিলিত হইয়া ইংরাজ-রাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। নিকটে একটি অনতিপ্রশস্তা নির্ম্মল-সলিলা তটিনী, তাহার দুই পার্শ্বেই পর্ব্বত, এই পর্ব্বতের অরণ্য দেশ ব্যাঘ্রের আড্ডা বলিলেও বলা যায়। পর্ব্বতের উপরে দাঁড়াইলে চারি দিকেই পাহাড় ও জঙ্গল ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না, যেন সমগ্র স্থানটি শ্রীমদ্ভগবৎগীতার "সূত্রে মণি গণাইব" সূতায় মণিগাথা বলিয়া বোধ হয়। বৈদ্যনাথের নিকট সিমুলতলায় সাহেবেরা প্রতিমাসেই শিকার করিতে যাইয়া দুই চারিটি করিয়া ব্যাঘ্র মারে। নারগঞ্জ নামক স্থানে গবর্ণমেণ্টের টেলিগ্রাফ ষ্টেশন আছে, ইহা নওয়াড়ি রেলওয়ে ষ্টেশনের ন্যায় পাহাড়ের ক্রোড়ে অবস্থিত। পূর্ব্বে ব্যাঘ্র আসিয়া বাঙ্গালী বাবু কর্ম্মচারীদিগকে রাত্রিতে ধরিয়া লইয়া যাইত, সেই জন্য এক্ষণে অতি উচ্চ স্থানে দ্বিতল বাটী প্রস্তুত হইয়াছে। এই সকল ব্যাঘ্র "রয়েল টাইগার" অর্থাৎ রাজকীয় শার্দ্দূল নামে খ্যাত। বাঘ

দেখিতে খুব বড় এবং নিতান্ত বলবন্ত ও হিংস্রক। ফলতঃ বেহারের মধ্যে মুঙ্গের জেলার নানা স্থান এইরূপ ভয়ানক হইয়া পড়িয়াছে। ক্রমাগত রেলগাড়িতে চড়িয়া যাইলে এই সকল অপূর্ব্ব পদার্থ দেখা যায় না, মধ্যে মধ্যে অবতরণ করিয়া পদব্রজে ভ্রমণ করিতে হয়।

বসন্ত-কাল।

না জানি কি মহোৎসবে মাতিল ভুবন ?
বাজিছে বাদিত্র শত, অবিশ্রান্ত অবিরত,
গাইছে মঙ্গল গীত বিহঙ্গমগণ!
নব নব কিশলয়, দেহ মন কাড়ি লয়,
ইচ্ছা হয় পলক না ফিরায় নয়ন,
বিজয় কেতন যেন, উড়িতেছে অগণন,
মরি কিবা সুশোভন—তরুলতা বন।
বহিছে মৃদুল বায়, অমিয়া ঢালিছে গায়,
ছড়াইছে স্নিগ্ধতায়—জুড়াতে জীবন,—
জীবন-সঞ্চার নব—প্রকৃতির, অভিনব—
পরশনে মলয়ের মন্দ সমীরণ;
আনন্দের পারাবারে, ভাসাইয়া বসুধারে,
ধরিছে মোহন বেশ—বসন্ত বাহার!
অপরূপ রূপে সাজি,মোহিতেছে তরুরাজি
পরিয়াছে গলে কিবা কুসুমের হার!
ধরা যেন কুসুমিত, নবভাবে বিকসিত,
আমোদিত দশদিশ সৌরভে তাহার,—
পূরিল গহন বন, —গিরিগুহা উপবন,
আনন্দেতে নিমগন নিখিল সংসার!
অহো-কি অপূর্ব্বভাব! স্বভাবের চারু-ভাব,
চাহিলে পলকশূন্য যুগল নয়ন!
ভাবুক প্রেমিক যারা, ভাব রসে মাতোয়ারা,
বারেক নিরখি তাঁরা—ভাবেতে মগন।
কহ কহ 'ঋতুরাজ', পরায়ে অতুল সাজ,
কে আনিল আজ তোরে অবনী-মাঝার ?
কার সুধা করি দান,কাড়িয়া লইছ প্রাণ ?
করিয়াছ সুধাময় সমস্ত সংসার।
প্রকৃতির অন্তরালে,রেখেছ কি একাকালে
লুকাইয়ে,—সকলের লুকন মাণিক ?
না হেরি সে ভব-প্রাণ, হারা নিধি হতজ্ঞান
চেতনা না পায় প্রাণ,—চাহে প্রাণাধিক।
এসহে প্রাণের সখা,প্রাণমাঝে দাওদেখা
বিরাজ হৃদয়-মাঝে ওহে বিশ্বরাজ!
হইপ্রেমে মাখামাখি,করিদোঁহেদেখাদেখি,
প্রাণে প্রাণে একেবারে মিশে যাই আজ
বসন্তের আগমনে, মাতিছে জগতজনে,
গাইছে বিহঙ্গগণে বিজন সমাজে,
বাজিছে বিজয় ভেরী,—হৃদি মন মুগ্ধকরি
কুহরিছে পিকবর থেকে মাঝে মাঝে!
সকলেই মত্ত ভবে, আমি কেন একা তবে
থাকিব ছাড়িয়া সেই হৃদয়ের ধন ?
লভিয়ে অমূল্য নিধি, নিরন্তর নিরবধি,
হৃদয়ে রাখিব করি অতুল যতন।
প্রেমেতে পাগল হয়ে,বিজনে সখারে লয়ে
বিহরিব প্রেমানন্দে দিবস-যামিনী,
দেখিব নয়ন ভরি, অরূপ রূপ-মাধুরী,
উৎসরিবে হৃদিমাঝে প্রেম-প্রবাহিণী;

উথলিবে সুধারাশি, ফুটিবে প্রেমের হাসি,
বিকশিবে প্রেম শশী বিমল কিরণে,—
পবিত্র হইবে প্রাণ, প্রেম-সুধা করি পান,
কৃতার্থ হইব সেই সুখের মিলনে!

রুশীয় ভিক্ষা-সমিতি।

ভিক্ষা-সমিতি! এ আবার কি? অনেকে বলিতে পারেন এ একটা নূতন কথা। ইহার কি কোনরূপ অর্থ আছে? আছে বৈকি? না থাকিলেই বা আমরা এ কথার উল্লেখ করিব কেন? শুধু অর্থ নয়, ইহার অস্তিত্বও আছে। ইংলণ্ড হইতে আজ কাল আমরা প্রায় প্রতিদিন তাড়িতবার্ত্তায় সংবাদ প্রাপ্ত হইতেছি যে, তথাকার বিষয়-কার্য্যশূন্য লোক দলবদ্ধ হইয়া গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। ট্রাফলগার স্কোয়্যারে সমবেত হইয়া স্বাধীনতার রক্ত বর্ণের টুপী শিরে ধারণ করিয়া "অন্ন বা কার্য্য" এই কথা কএকটা লিখিত কৃষ্ণ বর্ণের পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া মহানগরী লণ্ডনের রাজবর্ত্ম দিয়া অত্যাচার করিতে করিতে কখনও বা নগরাধ্যক্ষ লর্ড মেয়রের বাটী, কখনও বা ভুবন-বিখ্যাত ওয়েষ্ট মিনিষ্টার নামে উপাসনা-মন্দিরে প্রবেশ করিতেছে। পুলিষ ও অন্যান্য রাজ-কর্ম্মচারিগণ বহু কষ্টে উহাদিগকে শাসনাধীনে আনয়ন করিতেছেন। পরাধীন ভারতবর্ষের কর্ণকুহরে এ বিষম সংবাদ একটা অভিনব অশ্রুত-পূর্ব্ব ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু স্বাধীন দেশে ইহা অদ্ভুত বলিয়া আদৌ বোধ হয় না। তদ্রূপ ভিক্ষা-সমিতি-সম্বন্ধে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারি, কিন্তু ইহা বিশ্বাস-যোগ্য সত্য ঘটনা। ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সকলেই জানেন যে, রুশিয়া একটি স্বাধীন সাম্রাজ্য। অপরাপর স্বাধীন দেশের মত ইহার স্বাধীনচেতা প্রজাবর্গ সময়ে সময়ে অনেক উপদ্রব করিয়া থাকেন ও অনেক বিষয়ের অধিকার পাইবার জন্য কখনও বা সম্রাটের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হন। এরূপ দেশে যে একটি ভিক্ষা-সমিতি থাকিবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? মস্কো হইতে কিয়দ্দূরে পরস্পর সন্নিকটবর্ত্তী ১০ খানি পল্লীগ্রাম আছে। তত্তৎ স্থানের নিবাসিগণকর্ত্তৃক উল্লিখিত সমিতি সংগঠিত। শুভলাভ নামক জনৈক কাউণ্টের নামানুসারে ইহার সভ্যগণ 'শুভলোক' নামে পরিচিত। ইহারা আলস্যপ্রিয়, পর-ভাগ্যোপজীবী—দিন আনে, দিন খায়। ইহাদিগের ব্যবসায় সামান্য ভিক্ষুকদিগের ন্যায় নহে, কৌশ-

ওয়ালাদিগের ন্যায়। এই ব্যবসায়েরও সময় আছে। বসন্ত কালে তাহারা পলাণ্ডুর চাষ করে, ঘরের বাহির হয় না। শরতের সমাগমে ভিক্ষা করিবার নিমিত্ত যাত্রা করে। অনেক প্রকার ছদ্ম বেশ ধারণ করিয়া সমস্ত সাম্রাজ্যের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পথ গুলি অবলম্বন করে। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে গৃহাদি সমস্ত অগ্নিতে বিনষ্ট হইলে, তাহারা সাধারণের দাতব্যের উপর নির্ভর করিয়া কাল ক্ষেপণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহাতে তাহারা এরূপ আশাতীত ফল লাভ করে যে, তখন হইতে এই ভিক্ষার্থে ভ্রমণ-বিধায়িনী সভা সংস্থাপন করিয়া তাহার উপস্বত্ব আপনাদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া সুখে বাস করিবার পন্থা অবলম্বন করে। সমিতির কর্ম্মচারিগণ ও নিয়মাবলী আছে।

শরৎ কালের প্রারম্ভে পলাণ্ডু সংগৃহীত ও বিক্রীত হয়। বিক্রয় করিয়া যাহা লাভ হয়, তাহার কিছু সমিতির মূলধন-স্বরূপ সঞ্চিত, কিছু সঞ্চিত ধনের হিসাবে থাকে; অবশিষ্ট সভ্যশ্রেণী ভাগ করিয়া লয়। অবশেষে ভিক্ষা-যাত্রার কার্য্য প্রণালী স্থির করণার্থে প্রতিগ্রাম কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ লইয়া একটী কার্য্য নির্ব্বাহক সভা আহূত হয়। ইহাতে যে সকল বিষয় স্থিরীকৃত হয়, ভিক্ষা-সমিতির সকল সভ্য, তদনুসারে কার্য্য করিতে যত্নবান্ হয়, কোন মতে তাহার অন্যথা করে না। যেমনই বরফ পড়িতে আরম্ভ হয়, ইহারা ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করিতে স্ব স্ব গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অভিলষিত স্থানাভিমুখে গমন করে। প্রত্যেক ভিখারী বা ভিখারীর দলের স্থানীয় আচার-ব্যবহারোপযোগী এক একটি হৃদয়বিদারক গল্প অভ্যস্ত থাকে। যে রকম গল্পের ভাব, সেই রকম অন্ধ খঞ্জ প্রভৃতি অক্ষম ও অপটু লোককে অর্থ দিয়া দলভুক্ত করা হয়। যথা, বিমাতা কর্ত্তৃক উত্তেজিত নির্দ্দয় পিতা দ্বারা সন্তানগণ নিগৃহীত হইতেছে, বিধবা মাতা ব্যাধিগ্রস্ত সন্তান-ভারে ভারাক্রান্তা হইয়া আপনার বা সন্তানের প্রিয়তম প্রাণ বিসর্জ্জনের কামনা করিয়া অনৈসর্গিক ব্যবহারের বা স্বভাবের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। শুক লোকদিগের মধ্যে কাহারও মৃত্যু সংঘটিত হওয়া একটি পরম শুভ ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হয়। সম্ভবতঃ কিছু কৃত্রিম শোক প্রকাশের পর শব ব্যবসায়ের দ্রব্য হইয়া যায়। দারিদ্র্য-প্রপীড়িত শোকার্ত্ত পরিজন পরিবেষ্টিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নীত হয়; তাহারা কাতর স্বরে সমাধির জন্য অর্থ যাচ্ঞা করিতে থাকে। যখন আপনাদিগের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হয়, তখন এই নির্ঘৃণ পাষণ্ডগণ অন্যের প্রাণ বধ করিয়া এই লাভজনক দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। এবম্বিধ প্রতারণা কার্য্যে ইহারা এরূপ পটু যে অন্য লোকের কথা দূরে

থাকুক, সুশিক্ষিত ও ব্যুৎপন্ন পুলিষ কর্ম্মচারীগণও সহসা ধরিতে পারেন না। যে বার অন্যূন ৫০।৬০ রুবল্ † ও শষ্যাদি দ্রব্য সামগ্রীতে তাহার পাঁচ গুণ এক এক জনে না লাভ করে, সে বার বড় দুঃসময়। এই দুর্বৃত্তির আবার প্রার্থী (উমেদার) থাকে। ইহারা অর্থ দিয়া ভিক্ষাবৃত্তি শেখে। রুষিয়ার পুলিষ ইহাদিগের বিরুদ্ধে বদ্ধ-পরিকর বটে, কিন্তু উৎকোচে বশীভূত হইয়া পড়ে। এই ভিক্ষুকগণ আবার প্রভু যিশুখৃষ্টের প্রিয় শিষ্য বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেয়। হা খৃষ্ট! তোমার নামে কত খৃষ্টান কত পাপ করিতেছে! তোমার পবিত্র নাম লইয়া শুভলোকগণ ধরাতলে এমন ভয়াবহ ব্যাপার নাই, যাহা সম্পন্ন না করিতেছে!!

কায়স্থ জাতি। *

ভারতবর্ষে কায়স্থ জাতি প্রধানতঃ রাঢ়ী, বঙ্গজ, লালা, কান্যকুব্জীয় অথবা কনোজী, গিঠুরী, বরাতী, গুনারী, প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত। কায়স্থ জাতি হিন্দুশাস্ত্রোক্ত কোন্ বর্ণের অন্তর্ভূত, তাহার বিচার করা বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু এই দুইটি কথা ঠিক যে, কায়স্থজাতি কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গে আগত পঞ্চব্রাহ্মণের সহচর; সখা বা দাস নহে। প্রোক্ত পঞ্চ দ্বিজের সঙ্গী সেবকগণ বাঙ্গালা দেশে কায়স্থ জাতির উৎপত্তি করে একথা অলীক জনশ্রুতি মাত্র, প্রাচীন শাস্ত্রে ইহার বিপরীত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। দ্বিতীয় কথা এই যে, কায়স্থ সম্প্রদায় অধম শূদ্র নহে, হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্র তাহা বলেন না; ক্ষত্রিয় বর্ণ বলিয়া কায়স্থ জাতি প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ পুরাতন সাহিত্য সাগর হইতে শ্লোক মন্থন করিয়া ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী বর্ণকে কায়স্থ বলেন, কেহ বা কায়স্থকে স্বতন্ত্র সম্মানিত সম্প্রদায় বলিয়া গৌরবান্বিত করেন। ফলতঃ কায়স্থ জাতির বর্ত্তমান আধিপত্য, উন্নতি, বিদ্যা, সভ্যতা, বিচক্ষণতা প্রভৃতি অবলোকন করিলে, ইহাদিগকে কখন শুদ্র-শুদ্রজ বলিয়া আদৌ বোধই হয় না। কেবল বাঙ্গালা দেশ নহে, ভারতের সর্ব্বত্রই এখন কায়স্থ জাতি

---

† রুষিয় মুদ্রা।

* কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে হিন্দীভাষায় বেহারের অন্তর্গত কোনও স্থানে এই বিষয়টি অবলম্বন করিয়া মৌখিক বক্তৃতা করা হয়। বহু সংখ্যক কায়স্থ এবং কতকগুলি শিক্ষিতা কায়স্থ রমণী উপস্থিত ছিলেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধ বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত সারাংশ। অনেকের মত ভেদ হইতে পারে কিন্তু লেখক যাহা ঠিক জানেন তাহাই লিখিয়াছেন।—লেখক।

নানা কারণে ব্রাহ্মণের সহিত সমাজের অধিনায়কত্ব লাভ করিয়াছেন। যে দিকেই তাকাও, কায়স্থ জাতি ব্রাহ্মণ হইতে কোনও অংশে ন্যূন নহে।

নিম্নবঙ্গে রাঢ়ী কায়স্থেরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। গঙ্গানদীর পশ্চিম রাঢ় প্রদেশে কায়স্থেরা,বহুদিন হইল, আবাস স্থাপন করেন। রাঢ় অঞ্চলের উত্তরাংশে যাহাদের বাস, তাহারা উত্তররাঢ়ী বা উত্তরাঢ়ী এবং দক্ষিণাংশে যাহাদের বাস, তাহারা দক্ষিণ রাঢ়ী বা দক্ষিণাঢ়ী নামে খ্যাত। পূর্ব্বাঞ্চল বাসীরা বঙ্গজ নামে অভিহিত। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর আহার ব্যবহার চলিতে পারে, কিন্তু বিবাহাদি হয় না। ভাগলপুর, কান্দি, সেওড়াফুলী, পাইকপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলে উত্তরাঢ়ী কায়স্থের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। উত্তরাঢ়ী কায়স্থেরা ব্রাহ্মণের দাসত্ব স্বীকার করেন না। ঢাকা, বিক্রমপুর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অংশের কায়স্থগণ "বঙ্গজ" নামে পরিচিত। বিগত আদম্ সুমারি (সেন্সস্ রিপোর্ট) অর্থাৎ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকৃত লোকসংখ্যার বিবৃতিতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, নিম্নবঙ্গের কায়স্থজাতির মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী লোকের সংখ্যা অধিক।

বেহারে কায়স্থজাতি বাঙ্গালা দেশের কায়স্থদিগের ন্যায় ধনবান, বিদ্বান, সভ্য বা সাহসী নহে, কিন্তু তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু, চতুর, অল্পে সন্তুষ্ট এবং সঞ্চয়ী। বাঙ্গালী কায়স্থ যেমন বাবু হইয়া উঠে, বেহারী কায়স্থ তেমন বিলাসী বাবু হয় না। বাঙ্গালা দেশে একটা প্রবাদ আছে, কায়েতের কড়ি দেয়ালে ও খেয়ালে যায়, ইহার অর্থ এই যে, আমাদের দেশে কায়স্থ ভদ্র লোকে টাকা হইলে অগ্রেই বড় বড় অট্টালিকা এবং নানা প্রকার আজগুবী খেয়ালী কাণ্ড করিতে থাকে। বেহারী কায়স্থগণ দাতা বা স্বজাতিপ্রিয় নহে। বঙ্গীয় কায়স্থগণের দানশক্তির প্রশংসা করা যাইতে পারে, তাহারা স্বজাতি পরিপালনের জন্য বিখ্যাত। একজন কায়স্থ অর্থবান হইলে, দশ জন বসিয়া খায় এবং "মানুষ" হয়; বেহারে তেমন দেখিতে পাই না। বেহারে কায়স্থ জাতি এক সময়ে এমন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তাঁহারা স্বতন্ত্র এক ভাষার সৃষ্টি করেন। তাঁহারা নিজে ঐ ভাষায় বলিতেন এবং লিখিতেন, আজি পর্য্যন্তও ইহার বিলক্ষণ প্রচলন আছে। সমগ্র বেহারে বিশেষতঃ আদালতে ইহার ব্যবহার দেখা যায়; ইহার নাম কায়থী। "কায়থী শব্দ কায়স্থী শব্দ হইতে উৎপন্ন। পৃথিবীর আর কোনও দেশে কোনও সম্প্রদায়বিশেষ এরূপ অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইতে পারে নাই।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কায়স্থ জাতি বিশেষ প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে। তথাকার বড় বড় পদে, বড় বড় কার্য্যে

কায়স্থ প্রবেশ করিয়াছেন। পেশোয়ার পর্য্যন্ত কায়স্থের উপনিবেশ। কায়স্থ সভা, কায়স্থ পাঠশালা, কায়স্থ সাহিত্য সমাজ প্রভৃতির কথা অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। এখন প্রতি বৎসর আলাহাবাদে একটি কায়স্থ কংগ্রেশ বসে। লক্ষ্ণৌ নগরীর কায়স্থসমিতি বিশেষ সম্মান ও প্রশংসা পাইবার যোগ্য, তাহাদের দ্বারা অনেক ভাল ভাল কাজ হইয়া থাকে। কনৌজী কায়েতগণ শুদ্ধাচারী, গৌরবর্ণ, নিরামিষাশী, বলবান ও স্বধর্ম্মপ্রিয়। গুণারী ও বরাতী কায়স্থগণ ব্রাহ্মণের সমকক্ষ বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহারা ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে না।

দাক্ষিণাত্যের পিঠুরী কায়স্থগণ অত্যন্ত বলবান, দীর্ঘাকার, শান্তিপ্রিয়, শস্ত্রধারী এবং পরিভ্রমণশীল। ইহারা উপবীত ধারণ করেন। উত্তর পশ্চিম এবং বেহারের কায়স্থেরা সাধারণতঃ যেমন "লালা" ও "মুন্সী" উপাধিতে বিখ্যাত, ইহারা তেমন "লিপা সাহেব" আখ্যায় অভিহিত হয়। অন্যান্য কায়স্থের ন্যায় ইহারাও অঙ্কশাস্ত্রে এবং লিপিকর কার্য্যে বিশেষ দক্ষ। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা বলবতী ও সাহসী। পিঠুরী কায়স্থ নারীগণের আশ্চর্য্য প্রকৃতি এই যে, ইহারা সন্তরণ বিদ্যায় অসাধারণ পটু। আমি স্বচক্ষে দাক্ষিণাত্যে কয়েকবার ইহাদের সন্তরণাভিনয় দেখিয়াছিলাম। এমন আশ্চর্য্য সন্তরণ-পটুতা আর কোথাও কখনও দেখি নাই বা শুনি নাই। একবার কলিকাতায় স্মিথ সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ "সুইমিং বাথ্" (Swimming Bath) অভিনয়ে কয়েক জন বিখ্যাত সন্তরকের কয়েক প্রকার ক্রীড়া দেখিয়াছিলাম, তাহাও পিঠুরী অপেক্ষা ভাল নহে। "ককনী" (Cockney)-এবং "ডক্ এণ্ড ড্রেক্ (Duck and Drake) সন্তরণে পিঠুরিণীগণ বিশেষ পটু। ভেক সন্তরণ, নৌ-সন্তরণ ও ভাসা সন্তরণ (Frog swim, Boat swim, Float swim) প্রভৃতিতেও ইংরাজাপেক্ষা ইহারা অধিকতর পারদর্শিনী। বড় বড় পুকুর ও দিঘীতে বিশেষতঃ নদে ইহাদের সন্তরণ দেখিতে বড় আমোদ হয়।

উড়িষ্যা অঞ্চলের কায়স্থ জাতি সাধারণতঃ "কট্কী কায়েৎ" নামে খ্যাত। ইহাদের সহিত ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালা দেশের কায়েৎদিগের চলন হইয়া আসিতেছে। উড়ে কায়েৎগণ দরিদ্র, কিন্তু পাণ্ডিত্যাভিমানী। উড়িষ্যার কায়স্থদিগের আত্মমর্য্যাদা বড় কম, ইহারা পয়সার জন্য সকল প্রকার কার্য্যই করিতে পারে এবং করিয়া থাকে। উড়িষ্যার কায়স্থগণ নিপুণ শিল্পকর।

বঙ্গদেশে কায়স্থ জাতি বিশেষ প্রবল। বাঙ্গালায় কায়স্থ জাতি অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। জগদ্বিখ্যাত পুরাবৃত্তকার ডাক্তার রাজেন্দ্র

লাল মিত্র রাজা বাহাদুর মহোদয় এক জন কায়স্থ; ভুবনপ্রসিদ্ধ আভিধানিক সার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এক জন কায়স্থ ছিলেন; ভারতে বৃটীয় রাজ্যের তৃতীয় ক্ষমতা অর্থাৎ হাইকোর্টের (কেবল জজ পদ নহে)—চিফ্ জষ্টিশ অর্থাৎ প্রধান বিচারপতির পদও বাঙ্গালার এক জন কায়স্থ (রমেশ মিত্র) উপভোগ করিয়াছেন; প্রসিদ্ধ কাব্যকার মাইকেল মধুসূদন, অসাধারণ লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত, নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র, অঙ্ক শাস্ত্রে সুনিপুণ এবং গবর্ণমেণ্টের সম্মানিত শ্যামাচরণ বিশ্বাস ও ঈশানচন্দ্র বসু, বঙ্গের সর্ব্ব প্রথম সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার বসু ও সর্ব্ব প্রথম কেম্ব্রিজ রাঙ্গালার মেঃ বসু ইহাঁরা সকলেই কায়স্থ। সুবিখ্যাত বক্তা বাবু রামগোপাল ঘোষ ও অতি উচ্চ দরের লেখক বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ, তেজস্বী সম্পাদক শিশির কুমার ঘোষ, পার্লামেণ্টের সর্ব্বপ্রথম দেশীয় মেম্বর পদপ্রার্থী বারিষ্টার লালমোহন ঘোষ, ইহাঁরাও সকলে কায়স্থ। অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন কাশীরাম দাস, অঙ্ক শাস্ত্রে অদ্বিতীয় সঙ্কেতকার শুভঙ্কর ইহাঁরা কায়স্থ বংশ-সমুদ্ভুত। উপন্যাস লেখক রমেশচন্দ্র দত্ত, সুপ্রসিদ্ধ উকিল ও জষ্টিশ দ্বারিকানাথ মিত্র, ইহাঁরাও কায়স্থ। যে মহাত্মা অতুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া নগ্নদেহে নগ্নপদে বৃন্দাবনে ভিখারীর ন্যায় গমন করিয়া প্রায় লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি অতিথি ও দেবতার ভোগের জন্য প্রদান করেন এবং যাঁহার ভক্তিবলে সমগ্র ভারত মোহিত হয়, তিনিও একজন বাঙ্গালী কায়স্থ ছিলেন—তাঁহার নাম লালা বাবু। দেশীয় রাজাদিগের রাজকার্য্যে অনেক বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সহায় স্বরূপ হইয়াছেন; কলেজ, গবর্ণমেণ্ট আফীশ, বাণিজ্য, জমিদারী প্রভৃতি কার্য্যে বাঙ্গালী কায়স্থ অগ্রগণ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষোত্তীর্ণের তালিকায় কায়স্থ খুব বেশী; যে সকল মহাত্মা মুসলমানের রাজ্য নিধন করিয়া ইংরাজকে বাঙ্গালা প্রদান করেন, তাঁহাদের মধ্যে এক জন কায়স্থ সহায় স্বরূপ ছিলেন। বাঙ্গালার অনেক ধনবান ও ক্ষমতাবান জমিদার কায়স্থ। এই রূপে মিউনীসিপালীটী, রাজনৈতিক আন্দোলন, সাহিত্য, সাধারণ হিতকর কার্য্য প্রভৃতি যাহাতে বা যে দিকে তাকাও, বাঙ্গালী কায়স্থ কোন অংশেই কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহে।

রাঢ় অঞ্চলের কায়স্থগণ বড় দরিদ্র। বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার কায়স্থদের অধিকাংশ গুরু মহাশয়, পাচক, সরকার মুহুরী প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত। আমাদের দেশের কায়স্থগণ লাঙ্গল ধরিলে জাতিচ্যুত হয়েন। বাঙ্গালার কায়স্থগণ ব্রাহ্মণকে বিশেষ সম্মান করেন। অস্মদ্দেশে এক প্রবাদ আছে, "কায়েৎ ধূর্ত্ত আর কাক ধূর্ত্ত।" বাস্তবিক কায়স্থ জাতি বড়ই বুদ্ধিমান ও চতুর হইয়া থাকে।

যাহাহউক, একই বংশ ও একই শুক্র হইতে যাঁহারা সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের পরস্পর বিশেষ সম্প্রীতি থাকা নিতান্ত আবশ্যক। একতায় সমাজ পুষ্ট, দেশ সভ্য এবং বংশ প্রবল হয়। সকল কায়স্থ এক হইলে এই জাতি ক্রমে আরও উন্নত হইবে এবং ভারতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিবে। কলিকাতার "কায়স্থ কুল সংরক্ষিণী সভা"র ন্যায় ভারতের সর্ব্বত্র এই রূপ সভা স্থাপিত হওয়া আবশ্যক।

প্রাচীন মন্দির ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

পর দিবস ২১ এ অক্‌টোবর তারিখে আমরা প্রথম প্রস্তাবোক্ত সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধেশ্বর মন্দির দেখিতে গেলাম। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মন্দির গুলি বরাকর নদতটে এবং সুবিখ্যাত লৌহ-সেতুর অনতিদূরে অবস্থিত। স্থানটি মহারাণী স্বর্ণময়ীর জমিদারী এবং তাঁহারই তত্ত্বাবধানে মন্দিরাভ্যন্তরস্থ দেবতার পূজাদি সম্পন্ন হয়। নিকটে স্বর্ণময়ীর কাছারী এবং কয়েক জন সাহেবের বাঙ্গালা ঘর। অদূরে কেন্দো গ্রামে বেঙ্গল আইরণ কোম্পানীর প্রকাণ্ড লৌহের কারখানা। মন্দির গুলি সংখ্যায় চারিটি, সকল গুলিই সুদৃঢ় ও মনোরম প্রস্তরনির্ম্মিত এবং অতিশয় উচ্চ। মৃত্তিকার উপরিভাগ হইতে প্রায় চারি হস্ত উচ্চ এমন একটি প্রস্তরময় জমির উপরে মন্দিরগুলি অবস্থিত। আমি প্রায় সমগ্র ভারত দুইবার পরিভ্রমণ করিয়া অট্টালিকাদি, এতদপেক্ষা উচ্চ ও মূল্যবান মন্দির দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ অসাধারণ ধরণের গাঁথুনী আর কোথাও দেখি নাই। ভারতের কোনও অট্টালিকা বা মন্দিরের সহিত ইহার গাঁথুনী ও আকৃতির সৌসাদৃশ্য নাই, এই জন্যই এগুলি আমার একাদৃশ চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। একটি মন্দিরের মার্ব্বলনির্ম্মিত দ্বারে প্রস্তরের উপরে নিম্নলিখিত পংক্তি গুলি খোদিত আছে। অক্ষরগুলি আজিও অতীব স্পষ্টভাবে বর্ত্তমান আছে, ভাষা কিয়দংশ সংস্কৃত এবং বোধ হয় কিয়দংশ প্রাকৃত বা পালী। অক্ষর বাঙ্গালার ন্যায়, কিন্তু বর্ত্তমান বাঙ্গালা অক্ষরের সহিত সাদৃশ্য নাই। লিথোগ্রাফ না হইলে অক্ষরের আকৃতি দেখাইতে পারিব না। পংক্তিগুলিতে ব্যাকরণ ভুল এবং বর্ণাশুদ্ধি আছে, আমি যেমন তুলিয়াছি ঠিক্ তেমনই এস্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম। ইহার

কিছুই পরিবর্ত্তন করি নাই, কেবল অক্ষরের ও বিসর্গাদির আকার বর্ত্তমান প্রথানুসারে দিয়াছি। বাঙ্গালা ভাষায় প্রাথমিক অবস্থার বর্ণাদির আদিম আকার এই লেখায় দ্বারা অনেকাংশ বেশ বুঝিতে পারা যায়। পংক্তিগুলি এই—"(ক) S শাকে তে এব মুত্রিচন্দ্র গুলিতে পুণ্যে বুধাহে ভিথাবযুম্যাং বঠিবং প্রতিষ্ঠিত বতী পক্ষে মিতে ফাল্গুনে। ঐ শং দেবকুৎ যথাবিধি হরিশ্চন্দ্রস্থ ছবিপ্রিয়ো দৃশ ক্রমা হবি প্রিয়া প্রিয়তমা উ ঙ্গ চথ্ন প্রাপ্তয়েব। সাকে বসুবস সমুদ্র চন্দ্রীবিতে পক্ষাসিতে মার্গগে সপ্তমাঙ্ক গুরু দিনে প্রতিষ্ঠিত S হর পূণ্যে বুধাই জবতে গাং বিপন্ধতে কুলব্যাং শিবচন্দ্র শ্রীচন্দ্র লাল ধেয়াং স্বাভাজ্যা তি হর পদাবাদতীং বিধে নরি তৎপূয়াং প্রণম্যং মাধবং দেবং নন্দনামা দ্বিজ ক্ষমাহরি স্বন্ধম্য নৃপুত্য কিত্রিঃ তুষ্ট বিশ্বাততৎ কিঙ্কি রক্ষনাথার পুন কিত্রিক বোম্যহং।"

পূর্ব্বোক্ত চারিটি মন্দিরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এস্থলে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম মন্দিরের ভিতরে তিনটি গণেশ মূর্ত্তি আছে, এগুলি প্রস্তর নির্ম্মিত, পুরাতন, জীর্ণ ও ভগ্নাকারে বর্ত্তমান। অন্য দেব-মূর্ত্তিও প্রস্তর বিনির্ম্মিত। সম্মুখে একটি লোহিত বর্ণের প্রস্তর আছে, তাহাতে চন্দন ঘসা হইয়া থাকে। ইংরাজীতে এই পাথরকে Sardsnyx stone কহে। প্রথম গণেষ মূর্ত্তির শুণ্ডটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, বিষ্ণুমূর্ত্তিও ভগ্ন। মন্দিরের শিখর ভাগে বৌদ্ধমূর্ত্তি মত আকৃতি দেখা যায়। সর্ব্বোচ্চে ধ্যাননিমগ্ন ঋষিগণের মূর্ত্তি আছে।

দ্বিতীয় মন্দিরের ভিতরে ৩টী মহাদেব, সকল গুলিই বাণলিঙ্গ। একটি ভগ্নাকার গণেশ মূর্ত্তি। পদ্মধারী বিষ্ণু। ভগ্ন হনুমান মূর্ত্তি। উপরে (মন্দিরের গাত্রে) ব্যাঘ্র মূর্ত্তি। সমুদয় মূর্ত্তি পাথরের।

তৃতীয় ও চতুর্থ মন্দিরের গাত্রে অসংখ্য দেব দেবীর (পৌরাণিক) মূর্ত্তি।

তৃতীয় মন্দিরে তিনটি শিব, তিনটি হনুমান (দুইটি ভগ্ন) এবং কয়েক খণ্ড প্রস্তর। মন্দিরের গাত্রে (উপরে) চারিটি ক্ষুদ্র সিংহ মূর্ত্তি।

চতুর্থ মন্দিরের গাত্রে (উপরে) চারিটি ব্যাঘ্র মূর্ত্তি। ভিতরে এক প্রকাণ্ড গণেশ মূর্ত্তি, ইহা অভগ্নাবস্থায় বর্ত্তমান। দ্বারে তিন শিব মূর্ত্তি। মার্ব্বল গেটে বহু সংখ্যক সুন্দর চিত্র। এই স্থানেই পূর্ব্বোক্ত খোদিত শ্লোক দেখা যায়।

মন্দির গুলির নিকটে এক বৃহদাকার হস্তিমূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন, এক জন ইংরাজ ইহার শুণ্ডটি ভাঙ্গিয়া লইয়া গিয়াছেন। সোয়াজ নামে এক জন জর্ম্মণ মহাজন কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রায় ৬ হাজার টাকা ব্যয়ে ৪র্থ মন্দিরের

(ক) প্রথমেই ইং S অক্ষরের মত এক চিহ্ন আছে।

অনুকরণে একটি কাঠের মন্দির প্রস্তুত করাইয়া লণ্ডন এক্‌জিবিশনে পাঠাইয়াছেন। সোয়াজ্‌ সাহেব এক্ষণে বেঙ্গল আইরণ ওয়ার্কস্‌ কোম্পানীর ম্যানেজার আছেন।

চতুর্থ মন্দিরের গেটের উপরে গণেশ, চতুর্ম্মুখ ও হনুমানাদি মূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন। ইহার সম্মুখে বৃষ ও গোবৎসের প্রস্তরনির্ম্মিত বৃহৎ মূর্ত্তি দেখা যায়। আর একটি বৃষমূর্ত্তি অভগ্নাবস্থায় বর্ত্তমান আছে। তৃতীয় ও চতুর্থ মন্দিরের গাত্রে জগন্নাথ দেব, বিষ্ণুমূর্ত্তি, গোপীমূর্ত্তি ইত্যাদি দেখিয়াছি। তৃতীয় মন্দিরে একটী প্রস্তরনির্ম্মিত উচ্চবেদী দেখিতে পাইবেন। এই বেদীর উপরে উঠিলে নিম্নলিখিত অত্যুৎকৃষ্ট প্রাচীন ও মনোহর মূর্ত্তিগুলি দেখা যায়।

(১) মূষিক মূর্ত্তি—ভগ্নাবস্থায়, (২) অর্দ্ধভগ্ন গণেশ, (৫) কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, (৬) পার্ব্বতী, (৭) মহিষাসুর, (৮) প্রায় ভগ্ন কিন্তু মনোহর মূর্ত্তি, ইহার সঙ্গে উত্তম শিল্প কার্য্যের অনেকমূর্ত্তি,মূর্ত্তিগুলি ঠিক করা যায় না। (৯) তৃতীয় মূর্ত্তির মত, (১০) স্কন্ধে সর্পধারী বিষ্ণু, (১১) অষ্টম মূর্ত্তির মত। এই সকল মূর্ত্তির পার্শ্বে কয়লা খাদ, শস্যক্ষেত্র, একটি বৃক্ষ এবং বাউরী ও সাঁওতালদিগের কুটীর দেখিতে পাওয়া যায়। সকল মূর্ত্তি এবং সকল মন্দির গুলি প্রস্তর বিনির্ম্মিত। ইহাদের গাঁথুনী ও আকৃতি অতি মনোহর। রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে এই স্থানটি ১৫ মিনিটের পথ, বর্দ্ধমান জেলার ইহাই শেষ সীমা।

মহর্ষি ঈষা ও তাঁহার উপদেশ।

(২৬৮ সংখ্যা ২৭৭ পৃষ্ঠার পর)

৫৮। যখন বিচার করিবে, তখন মনে করিও না যে তোমাদের বিচার হইবে না। যে বিচার দ্বারা অপরের বিচার করিবে, তাহাদ্বারা তোমাদেরও বিচার হইবে। অন্যের প্রতি যে দণ্ড বিধান করিবে, তোমাদের প্রতিও তাহা বিধান করা হইবে।

৫৯। আর তুমি তোমার ভ্রাতার চক্ষের তিল দেখিবার জন্য এত ব্যগ্র কেন? তোমার নিজের চক্ষে যে তাল রহিয়াছে, তাহা দেখিতেছ না।

তোমার নিজের চক্ষে যখন তাল রহিয়াছে, তখন ভাইকে কেমন করিয়া বলিবে এস ভাই তোমার চক্ষের তিল তুলিয়া দি।

হে কপট, অগ্রে আপনার চক্ষুর

ভাল তুলিয়া ফেল, তাহাহইলে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবে এবং ভ্রাতার চক্ষুর তিল তুলিতে সমর্থ হইবে।

৬০। পবিত্র সামগ্রী কুক্কুরদিগকে দিও না এবং শূকরের সম্মুখেও মুক্তা ছড়াইও না, কারণ তাহারা তাহা পদ দ্বারা দলন করিবে এবং রুষ্ট হইয়া তোমাকে দংশন করিবে।

৬১। যাচ্ঞা কর, তোমাদিগকে প্রদত্ত হইবে; অন্বেষণ কর, তোমরা প্রাপ্ত হইবে; দ্বারে আঘাত কর, তোমাদের প্রতি দ্বার উন্মুক্ত হইবে। কারণ যে কেহ যাচ্ঞা করে, সে প্রাপ্ত হয়; যে কেহ অন্বেষণ করে, সে লাভ করে; এবং যে কেহ দ্বারে আঘাত করে, তাহার প্রতি দ্বার উন্মুক্ত হয়।

৬২। আর তোমাদের মধ্যে এমন মানুষ কে আছ যে সন্তান রুটি চাহিলে তাহাকে একখণ্ড প্রস্তর দিবে এবং মৎস্য খাইতে চাহিলে তাহাকে একটি সর্প প্রদান করিবে?

তোমরা পাপী হইয়া যখন সন্তানকে ভাল বস্তু দিতে জান, তখন ভাবিয়া দেখ তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা প্রার্থী সন্তানদিগকে আরও কত ভাল দ্রব্য দিতে সমর্থ।

৬৩। অতএব অন্যের নিকট হইতে যেরূপ ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা কর, তুমি তাহার প্রতি সেই রূপ ব্যবহার কর। ইহাই সমুদায় বিধি ও ধর্ম্মশাস্ত্র।

৬৪। সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া প্রবেশ কর, কারণ যে দ্বার বৃহৎ ও যে পথ প্রশস্ত, তাহা মৃত্যুভবনে লইয়া যায় এবং অনেক লোক তাহা দিয়া গমন করে।

আর যে দ্বার ক্ষুদ্র ও যে পথ সঙ্কীর্ণ তাহা অমৃতলোকে (জীবনে) লইয়া যায় এবং অল্প লোক তাহা খুঁজিয়া পায়।

৬৫। কপট ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের প্রতি সতর্ক থাকিও, কারণ তাহারা বাহিরে মেষের বেশ ধারণ করিয়া আইসে, কিন্তু ভিতরে রক্তপিপাসু শার্দ্দূল।

তোমরা ফলদ্বারা তাহাদের পরিচয় পাইবে। কণ্টকীলতা হইতে কি রসাল ফল (আঙ্গুর) প্রাপ্ত হওয়া যায়? না আগাছা হইতে ডুমুর সংগৃহীত হয়?

৬৬। সুবৃক্ষে সুফল জন্মে, কুবৃক্ষে কুফল উৎপন্ন হয়। সুবৃক্ষ কখনও কুফল এবং কুবৃক্ষ সুফল প্রদান করিতে পারে না।

যে বৃক্ষে কুফল জন্মে, তাহা ছেদিত ও অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবে। অতএব তাহাদিগের ফলদ্বারা তাহাদিগকে জানিতে পারিবে।

৬৭। আমাকে প্রভু প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিলেই কেহ স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না, কিন্তু যে ব্যক্তি আমার স্বর্গস্থ পিতার আজ্ঞা পালন করিবে, সেই ব্যক্তিই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের অধিকারী হইবে।

৬৮। আমার উপদেশ সকল শুনিয়া

যে ব্যক্তি তদনুসারে কার্য্য করে, সে শৈলোপরি গৃহ-প্রতিষ্ঠাতা জ্ঞানী লোকের তুল্য।

বৃষ্টিপাত হইল, বন্যা আসিল, ঝঞ্ঝা-বাত মস্তকোপরি বহিয়া গেল, তথাপি সে গৃহ পতিত হইল না, কারণ তাহা শৈলোপরি প্রতিষ্ঠিত।

৬৯। আর আমার উপদেশ শুনিয়া যে ব্যক্তি তদনুসারে কার্য্য না করে, সে নির্ব্বোধ, সে বালুকার উপর গৃহ নির্ম্মাণ করে।

বৃষ্টিপাত হইল, বন্যা আসিল, মস্তকোপরি ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া গেল আর সে গৃহ পতিত হইল এবং তাহার পতন অতি ভয়ঙ্কর।

—:•:—

জাতীয় মহা সমিতি।

এত দিন ধরিয়া যে ন্যাসান্যাল কনগ্রেস বা জাতীয় সমিতির আন্দোলন হইতেছিল, গত ডিসেম্বরের শেষে (২৬এ হইতে ২৯এ) তাহার চতুর্থ অধিবেশনের কার্য্য অভূতপূর্ব্ব সমারোহে ও উৎসাহে সম্পন্ন হইয়াছে। এলাহাবাদের লোথর কাসল নামক প্রসিদ্ধ রাজভবনের প্রাঙ্গণে দুই সহস্র লোকের বাসের জন্য শত শত তাম্বু স্থাপিত ও আহারাদির প্রচুর আয়োজন হইয়াছিল। মধ্য ভাগে "পাণ্ডল" নামক এক প্রশস্ত, সুন্দর, সুসজ্জিত পটমণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রতিদিন প্রায় ৫ সহস্র লোক চিত্রার্পিত ছবির ন্যায় ৫।৬ ঘণ্টা করিয়া এই গৃহ মধ্যে প্রতীয়মান হইত। এক দিকে মান্দ্রাজ, এক দিকে বোম্বাই, এক দিকে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা, এক দিকে উত্তর পশ্চিম এবং এক দিকে পঞ্জাবের প্রতিনিধিগণ, চতুর্দ্দিকে অসংখ্য দর্শকমণ্ডলী আর মধ্যস্থলে মঞ্চোপরি সমিতির সভাপতি, সম্পাদক ও প্রধানোদ্যোগী সদস্যগণ এবং তাহার বিপরীত দিকে সম্ভ্রান্ত দর্শক পুরুষ বা মহিলাগণ! এ জীবন্ত ছবি দেখিবার যোগ্য, দুঃখের বিষয় এক জন ভিন্ন ভারত মহিলা সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না, তিনি ও কয়েকটী ইউরোপীয় রমণী প্রতিনিধি হইয়া এই মহা যজ্ঞের পূর্ণতা সম্পাদন করিয়াছেন।

প্রথম দিনে সভার কার্য্যের সূচনা ও সভাপতি মহামতি ইউল সাহেবের বক্তৃতা হয়। আর তিন দিনে যে সকল প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছিল, নিম্নে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রত্যেক প্রস্তাবের প্রবর্ত্তক ও অনুমোদকগণ অতি সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা সকল অধিকাংশ ইংরাজীতে হয়, হিন্দী, উর্দ্দু, টেলুগু প্রভৃতি ভাষাতেও কেহ

কেহ বলিয়া ছিলেন, স্থানাভাবে আমরা তাহার মর্ম্ম এই ক্ষুদ্র পত্রিকায় সমাবেশ করিতে পারিলাম না, পাঠিকারা সাময়িক পত্রে পাঠ করিবেন। সমিতিতে নিম্নলিখিত প্রস্তাব সকল স্থিরীকৃত হইয়াছে।

১। কংগ্রেস বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভার এবং প্রদেশীয় বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভা গুলির প্রসারণ ও সংস্কারের আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করেন এবং পঞ্জাবে একটী সুসংস্কৃত ব্যবস্থাপক সভার প্রতিষ্ঠার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন।

২। পবলিক সার্ব্বিস কমিশন এদেশীয়দিগের উচ্চ রাজকার্য্যে নিয়োগ সম্বন্ধে যে সকল পরিবর্ত্তের প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সে গুলি এদেশীয়দিগের পক্ষে অনুকূল হইলেও কংগ্রেসের মত এই যে সিবিল সর্ব্বিসে নিয়োগ জন্য পরীক্ষা ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয়ত্রই গৃহীত না হইলে এদেশবাসীদিগের উপর সম্পূর্ণরূপে ন্যায় বিচার করা হইবে না।

৩। কংগ্রেসের মত এই যে বিচার ও শাসন কার্য্যের পার্থক্য একান্ত আবশ্যক হইয়াছে এবং গবর্ণমেণ্টের অনতিবিলম্বে এই পার্থক্য বিধান করা কর্ত্তব্য।

৪। কংগ্রেসের মত এই যে রাজ্যের যে যে অংশে জুরি দ্বারা বিচার প্রণালী প্রচলিত নাই, সেই সেই অংশে উক্ত প্রথা নিরাপদে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে এবং জুরিদিগকে বিচার নিষ্পত্তির পূর্ণ ক্ষমতা প্রদত্ত হউক।

৫। এদেশের বর্ত্তমান পুলিশ প্রণালীর অনুসন্ধানার্থ একটী কমিশন নিযুক্ত হউক এবং এই কমিশনে যেন সরকারী ও বেসরকারী উভয় পক্ষের লোক নিযুক্ত হন।

৬। কংগ্রেস উচ্চ সৈনিক কার্য্যে এদেশীয়দিগের নিয়োগের জন্য এবং তাহাদিগকে সমরকৌশল শিক্ষা দিবার নিমিত্ত সামরিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করেন এবং দেশীয় জনসাধারণ যেরূপ রাজভক্ত তাহাতে গবর্ণমেণ্টের অস্ত্র আইনের ধারাসকলের কতক পরিমাণে পরিবর্ত্তন করা উচিত মনে করেন।

৭। বর্ত্তমান আবকারী প্রণালীর দোষে মদ্যপায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টকে সসম্মান অনুরোধ করিতেছেন যে যাহাতে মদ্যপান বহুল পরিমাণে নিবারণ হয় এই রূপ প্রকৃষ্ট প্রথা অবলম্বন করুন।

৮। ইন্‌কম ট্যাক্স ১০০০ টাকার ন্যূন আয়ের উপর ধার্য্য হওয়ায় লোকের কষ্ট হইতেছে। অতএব কংগ্রেসের মত এই যে ১০০০ টাকার ন্যূন আয়ের উপর স্থাপিত আয় কর যেন উঠাইয়া লওয়া হয়।

৯। কংগ্রেসের মত এই যে ভারতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য

সাধারণের শিক্ষা বিস্তার করা এবং বিবিধ শিল্প শিক্ষার প্রবর্ত্তন ও সংবর্দ্ধন; কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে শিক্ষাকার্য্যে ব্যয় সংকোচনের পরামর্শ দিয়াছেন; প্রত্যুত গবর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য যে শিক্ষাকার্য্যে বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিকতর ব্যয় করেন, অন্ততঃ বর্ত্তমানে যে ব্যয় হইতেছে, তাহা কদাচ সংকোচন না করেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় সকল প্রকার বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করিতে থাকেন।

১০। একটী মিশ্র কমিশন দ্বারা এদেশীয় জনগণের শিল্প কার্য্য সম্বন্ধে যে অবনতি ঘটিয়াছে তাহার বিশেষ অনুসন্ধানের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করা হউক।

১১। কংগ্রেসের পরিগৃহীত মন্তব্য গুলির অনুলিপি গবর্ণর জেনারেলের নিকট প্রেরণ করা হউক এবং তদনুযায়ী কার্য্যারম্ভের সত্বরতার জন্য অনুরোধ করা হউক।

১২। ইংলণ্ডে চৌদ্দ আইন উঠাইবার চেষ্টা হইতেছে, কংগ্রেস তৎপ্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া এদেশ হইতে এককালীন ঐ আইন উঠাইবার জন্য প্রার্থনা করেন।

১৩। যে সকল মন্তব্য ইতিপূর্ব্বে কংগ্রেস সভায় গৃহীত হইয়া গিয়াছে, তদ্ভিন্ন অপর যে কোন প্রস্তাবে সমুদায় বা অধিকাংশ হিন্দু বা মুসলমান প্রতিনিধিরা আপত্তি উত্থাপন করিবেন, সে সকল প্রস্তাব কংগ্রেসে বিচারিত হইবে না।

১৪। এদেশের সর্ব্বত্র ভূমির রাজস্ব সম্বন্ধীয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ক্রমশঃ বিস্তৃত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশস্থ কংগ্রেসের চিরস্থায়ী সমিতিগুলির দ্বারা ঐ বিষয়ের আলোচনা হওয়া বিধেয়।

১৫। কংগ্রেসের মতে সম্প্রতি লবণ-কর বৃদ্ধি হওয়ায় সর্ব্বত্র দরিদ্রদিগের কষ্ট হইতেছে, এই জন্য এই কর বৃদ্ধি করা ভাল হয় নাই।

১৬। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বোম্বাই বা পুনা নগরে আগামী বৎসরে ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে সভার মহাসম্মিলনীর ৫ম অধিবেশন হইবে।

১৭। মাননীয় বন্ধু ও সাধারণনেতা মিষ্টর এ ও হিউম আগামী বৎসরে কংগ্রেসের সাধারণ সেক্রেটারীর পদে পুনরায় অধিষ্ঠিত হউন।

স্ত্রী ও পুরুষদিগের মধ্যে সামাজিক শিষ্টাচার। *

প্রত্যেক নরনারী লইয়াই মানব সমাজ সংগঠিত হইয়াছে। সামাজিক নরনারীকে পরস্পরের প্রতি অনেক গুলি সদ্ব্যবহার করিতে হয়, তন্মধ্যে শিষ্টাচারকে এক প্রধান অঙ্গ বলা যায়। শিষ্টাচারের অভাবে সমাজবন্ধন ঘোর শিথিল হইয়া পড়ে।

সামাজিক শিষ্টাচারকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রথম ভাগকে পারিবারিক শিষ্টাচার ও দ্বিতীয় ভাগকে লৌকিক শিষ্টাচার বলা যায়। ইহার ভাব অপেক্ষাকৃত সহজে বুঝাইবার চেষ্টা পাইব।

১ম পারিবারিক শিষ্টাচার—দয়া দাক্ষিণ্যাদি অনেক উৎকৃষ্ট বৃত্তির প্রথম শিক্ষা স্থল গৃহ। আমরা বিশ্বাস করি শিষ্টাচারের প্রথম উৎপত্তিও পরিবার মধ্যে। যে ব্যক্তি পিতা মাতাকে ভক্তি করিতে পারে না, সে ব্যক্তি কর্তৃক বাহ্যিক বা লৌকিক শিষ্টাচার উপযুক্ত-রূপে রক্ষিত হওয়া দুষ্কর, আর হইলেও তাহা নিষ্ফল বলিতে হইবে।

পিতা পিতৃব্য জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রভৃতি গুরুজনদিগকে সমুচিত ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করাই শিষ্টাচার-সঙ্গত। রমণীগণের শ্বশুর শ্বশ্রূ ভাশুরও ঐরূপ ভক্তি ও সম্মান পাইবেন। গুরুজনদিগের নিকটে সকল প্রকার চাপল্য পরিহার্য্য। গুরুজনেরাও স্নেহ ক্ষমা ও সদুপদেশ দান করিতে ত্রুটী করিবেন না।

মাতা সন্তানকে (প্রাপ্তবয়স্ক) সম্মান করিবেন অর্থাৎ যাহাতে সন্তান অসম্মানিত হয় এরূপ কার্য্য বা বাক্য পরিত্যাগ করিবেন। সন্তানও যতই উন্নত, যতই যশস্বী হউন—মাতার চরণ সেবা করিয়া জীবন সফল করিবেন।

দেবর কনিষ্ঠ ভগ্নী-পতি প্রভৃতিও কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ-ভাজন। অতএব ভ্রাতৃবধূ বা শ্যালিকা ইহাদিগকে স্নেহ করিবেন এবং ইহারা তাঁহাদিগকে গুরুজনের প্রাপ্য সম্মানাদি দিবেন। কিন্তু অনেক স্থলে পরস্পরের প্রতি বন্ধুর ব্যবহার হইয়া থাকে। দেবরাদি বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেই প্রায় এরূপ হয়। কিন্তু আবার কত স্থানে এই রূপ সম্পর্কে অনুচিত হাসি তামাসা প্রচলিত। যদি পরস্পরে পরস্পরের মান সম্ভ্রমের দিকে দৃষ্টি রাখেন, তবে এরূপ ব্যবহার কখনই হয় না। এই কৌতুক বা রহস্যে একটী বিশেষ অনিষ্ট এই হয় যে এইরূপ ঠাট্টা অভ্যাস করিয়া কত স্ত্রী

* ইহা শ্রীমতী মানকুমারী বসুর লিখিত, পারিতোষিক রচনায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পুরস্কৃত।

ও পুরুষকে "প্যাক, ইয়ার" হইতে দেখা গিয়াছে। সেরূপ লোক ভদ্র লোকের চক্ষু-শূল!

যিনি ভগ্নী-পতি প্রভৃতির সহিত বন্ধুর মত ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সুরুচি ও সদ্ভাবের উত্তেজক বাক্যালাপাদি করিবেন। ইহাতে বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করিয়া মনের প্রফুল্লতা সম্পাদিত হইবে এবং ইহা শিষ্টাচারেরও অনুমোদিত বটে। এই বিশুদ্ধ আমোদ কিসে পাওয়া যায়, তাহা বর্ত্তমান প্রস্তাবের অঙ্গীভূত নহে, এজন্য সময়ান্তরে আলোচ্য।

স্বামী স্ত্রীর মধ্যেও শিষ্টাচার আবশ্যক। অনেকেই হয়ত এতক্ষণে বলিয়া উঠিয়াছেন "স্বামী স্ত্রী যখন একাত্মা-স্বরূপ, তখন এতদুভয়ের মধ্যে আবার শিষ্টাচার কি ?" এ বিষয়ের উত্তর ক্রমে যথাসাধ্য বলিতেছি। দম্পতি অপরের সাক্ষাতে পরস্পরের প্রতি রুক্ষ ভাব বা কর্কশ ব্যবহার প্রকাশ করিবেন না। নির্জ্জন ব্যতীত কখনই প্রণয় প্রদর্শন বা রহস্যালাপ করিবেন না। অধিকাংশ সময় আমোদ প্রমোদে ব্যয় করিবেন না। দাম্পত্য সম্বন্ধ শারীরিক বা সাংসারিক সম্বন্ধে আবদ্ধ নহে, ইহা আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ জানিয়া উভয়ে উভয়ের কল্যাণানুষ্ঠান করিবেন। স্বামী স্ত্রী উভয়ের হৃদয়ের মলিনতা দেখিতে দিবেন না। অনেকের মন এরূপ অসংযত, যে হৃদয়ের যত লুকানো কালিমা লইয়া প্রণয়ীকে উপহার দেন এবং ইহাকেই প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা মনে করেন। কিন্তু ইহাহইতে যে কত সময় কত অনিষ্ট ঘটনা হয়, তাহা তাঁহারা বুঝেন না*। কত স্বামী স্ত্রীকে অনুরোধ করিয়া অন্যায় কাজে অভ্যস্তা করেন, কত স্ত্রী অম্লানমুখে স্বামীকে, দেবরটাকে পৃথক করিবার উপায় বলিতে থাকেন, ইহাদিগের মধ্য স্থলে যদি শিষ্টাচারের আবরণটী রক্ষা পায়, তাহাহইলে কখনই এরূপ দুর্ঘটনা হইতে পারে না!—"বোধ হয় "স্বামী স্ত্রীর শিষ্টাচার কেন আবশ্যক" তাহা একরূপ বুঝান হইল।

অনেক নব্যাগৃহিণী ভৃত্যাদির সাক্ষাতে গাত্রমার্জ্জন ও তাহাদিগের প্রতি বড় কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করেন। ইহা শিষ্টাচারের বহির্ভূত। ভৃত্য বেতনভোগী ও সেবক হইলেও তাহার প্রতি অশিষ্টাচরণ প্রকাশ করা ন্যায়-বিরুদ্ধ।

পারিবারিক শিষ্টাচার একরূপ শেষ করিয়া লৌকিক শিষ্টাচার বিষয়ে লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

* সকলেই জানেন, যে ব্যক্তি অন্যায় কাজ করিয়াও অপরের নিকট প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত বা লজ্জিত হয়, তাহাকে কুপথ হইতে ফিরাইয়া আনা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু যে নির্লজ্জ নিজের অন্যায় কাজের বিষয় অম্লানমুখে আত্মীয় স্বজনের নিকট প্রকাশ করিতে পারে, তাহাকে ন্যায়পথে আনাই কঠিন হইয়া উঠে।

২য় লৌকিক শিষ্টাচার—সামাজিক শিষ্টাচার যখন পরিবারগণের বাহিরে আইসে, তখন তাহা লৌকিক শিষ্টাচার। এই শিষ্টাচার অল্প সম্পর্কীয় নিঃসম্পর্কীয় পরিচিত অপরিচিত সকলের প্রতিই ব্যবহার্য্য। পুরুষ রমণী পরস্পরে পরস্পরকে সম্মান করিবেন। তরুণবয়স্ক স্ত্রী পুরুষের অধিক মিশামিশি হিন্দু শাস্ত্রে নিষিদ্ধ,তাহা শিষ্টাচারেরও অননুমোদিত। পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী পুরুষ নির্জ্জন বাস, একাসনে উপবেশন, রহস্যালাপ অঙ্গাদি স্পর্শ প্রভৃতি যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবেন। সামাজিক শিষ্টাচারের অনুরোধে স্ত্রী পুরুষ অধিক মিশামিশি তো করিবেন না, তাহার পরে বিনা প্রয়োজনে কোন রমণীর যে সে পুরুষের সম্মুখীনা হওয়া ও বিনা প্রয়োজনে কোন পুরুষের পরস্ত্রীর সহিত বাক্যালাপ করা অকর্ত্তব্য। তবে জ্ঞানলাভ, পীড়িতের শুশ্রূষা, দুরবস্থাপন্নকে দয়া প্রভৃতি আবশ্যকস্থল উপস্থিত হইলে অবশ্য আপত্তি অগ্রাহ্য।

রমণী (যে কারণেই হউক) যখন পর পুরুষের সম্মুখে প্রকাশিত হইবেন, তখন এমন একটী পবিত্রতা মুখে বিকশিত হইবে, যেন তাঁহাকে দেখিলে সম্ভ্রম উপস্থিত হইতে থাকে। পুরুষ যখন অপর স্ত্রীর সহিত বাক্যালাপ করিবেন, তখন তাঁহার মন যেন এরূপ বিশুদ্ধ ও অবিকৃত থাকে, যে তাঁহাকে সামান্য মানব বলিয়া বোধ না হইয়া দেবতার ন্যায় বিমল বলিয়া মনে হইতে থাকে।

যখন নিঃসম্পর্কীয় কোন স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর সাক্ষাৎআলাপের আবশ্যক হয়, তখন মাতা পুত্র ও ভ্রাতা ভগ্নী প্রভৃতি সম্বোধন হইয়া থাকে, ইহা শিষ্টাচারের অনুমোদিত। একজনের সহিত নিতান্ত "পর" ভাবে আলাপাদি করা অপেক্ষা ঐ রূপ একটী পবিত্র বিশ্বাস্য সম্বোধন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাই বলিয়া—উভয়ের মধ্যে যতই আত্মীয়তার ভাব আসুক না কেন, যতই বিশ্বাস হউক না কেন, যতই চরিত্র বিষয়ে দৃঢ় শাসন থাকুক না কেন-শিষ্টাচারের সীমা যেন অতিক্রান্ত না হয়; সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

সামাজিক শিষ্টাচার সম্বন্ধে রমণীর কয়েকটী কর্ত্তব্যের বিষয় লিখিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

১। রমণী নির্লজ্জ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বা কোন প্রকার অসংযতাবস্থায় পুরুষের সম্মুখীন হইবেন না।

২। পুরুষের সহিত প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করিবেন না।

৩। পুরুষের আমোদ প্রমোদ স্থলে গমন করিবেন না।

৪। পুরুষের দৃষ্টি বা শ্রুতিগোচর সম্ভব স্থলে সমবয়স্কাদিগের সহিত আমোদ প্রমোদ, দূষিত ভাবোত্তেজক সঙ্গীত বা কবিতা আবৃত্তি করিবেন না।

৫। কোন পুরুষের সাধুতার বিষয়ে সন্দিহান হইলে তাহার সংস্রব বিষবৎ পরিত্যাগ করিবেন। (কিন্তু তাহার আত্মীয়া হইলে তাহাকে সৎ-পথে আনিতে প্রাণপণ চেষ্টা পাইবেন)

৬। কোন উৎসবে, অপরিচিত স্থলে, রাজ পথ বা বন পথে, রেলওয়ে কি ষ্টীমার প্রভৃতি আরোহণে আত্মীয় পুরুষের সঙ্গ ব্যতীত কখন যাইবেন না।

৭। রমণী আত্মীয় পুরুষদিগের সহিতও সর্ব্বদা মিলিত থাকিবেন না; "অধিক মিশামিশিতে অশ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়"।

৮। যে রমণী সর্ব্বদা পুরুষের নিকটে থাকেন তাঁহার অপর কোনও ক্ষতি না হইলে, প্রকৃতি-দত্ত লজ্জা, যাহাকে পুরুষের প্রতি সম্ভ্রম বলা যায় সেই বৃত্তি হ্রাস হইয়া যায়।

এই সামাজিক শিষ্টাচার "কুৎসিত দেশাচার" নয়। ইহা হইতে নর নারীর নৈতিক বৃত্তি সকল পরিস্ফুট ও সমাজের পবিত্রতা সংরক্ষণ হয়। সামাজিক শিষ্টাচারের অনুরোধে পুরুষ সর্ব্বদাই রমণীর মান সম্ভ্রম রক্ষা করিতে যত্নবান হইবেন। যাহাতে স্ত্রী চরিত্র উপযুক্ত-রূপে বিকাশিত হয়, তাহার চেষ্টা পাইবেন। আশা করি এইরূপ শিষ্টাচার সকলের অভ্যাস হইয়া গেলে এক সময় এমন দিন আসিবে যে পুরুষেরা রমণী দিগকে পবিত্রতার ছবি ও রমণীগণ পুরুষদিগকে দুর্ব্বলের সহায় বলিয়া মনে করিবেন। প্রত্যেকের সেইরূপ অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।

নূতন সংবাদ।

১। ১৮৭৮ সালে চিনে যে দুর্ভিক্ষ হয়, তাহাতে ১ কোটী ৩০ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়, তদপেক্ষাও ভয়ানক দুর্ভিক্ষ চিনে এবৎসর হওয়াতে বিলাতে চাঁদা সংগ্রহ হইতেছে।

২। বিলাতের বিখ্যাত ব্যবহার নীতিবিদ্ মিঃ কব্‌ডেনের কন্যা কুমারী কব্‌ডেন লণ্ডন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের একজন সভ্য মনোনীতা হইয়াছেন।

৩। যশোহর জেলার অন্তর্গত সাগর দাঁড়ি গ্রামের শ্রীমতী মানকুমারী বসুর রচনা উৎকৃষ্ট হওয়াতে এবৎসর তিনিই ব্রজমোহন দত্তের পুরস্কার পাইয়াছেন।

৪। সিমলাতে অত্যন্ত বরফ পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে; এবং শীতের এত আতিশয্য হইয়াছে যে একজন হৃদ্‌রোগগ্রস্ত বাঙ্গালি আফিস ঘরে চেয়ারের উপরেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং আর দুইজন আফিস হইতে বাসায় আসিতে পথে মূর্চ্ছা গিয়াছিলেন।

৫। নারায়ঘাটে পদ্মানদী পারাপার হওয়ার জন্য নদীগর্ভে মাটির নীচে দিয়া এক সুড়ঙ্গ খননের প্রস্তাব হইতেছে। সেই সুড়ঙ্গ ৪ মাইল লম্বা হইবে এবং ৩০ ফিট মৃত্তিকার নীচ খোদিত হইবে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। মা ও ছেলে ২য় ভাগ, বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ৫০ আনা। এই পুস্তকের ১ম ভাগ যেরূপ সর্ব্বত্র প্রশংসিত ও আদৃত হইয়াছে, এ ভাগও সেইরূপ হইবে সন্দেহ নাই। প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে এরূপ পুস্তক রাখা উচিত, পিতা মাতা ইহার দ্বারা সন্তানের সুশিক্ষা বিধানের অনেক সঙ্কেত ও সুবিধা পাইবেন। আমরা স্থানাভাবে এবার ইহার বিশেষ সমালোচনা করিতে পারিলাম না।

২। প্রকৃতির শিক্ষা—প্রকৃতি-শিষ্য কর্ত্তৃক লিখিত। লেখক ভাবুক, সহৃদয় ও ধর্ম্মানুরাগী। প্রভাতে, অন্ধকারে, জ্যোৎস্নালোকে, পর্ব্বতে, সাগরে, প্রকৃতির যে তত্ত্ব অনুশীলন করিয়াছেন ও যে ছবি গুলি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা হৃদ্য হইয়াছে।

৩। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা শ্রীসীতানাথ দত্ত প্রণীত, মূল্য ৷৹ আনা। ইহাতে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কতকগুলি মূল প্রশ্ন বিশেষ চিন্তাশীলতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। এখানি তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধে এক খানি সুন্দর পুস্তক বলিয়া গণ্য হইবে। ইহাদ্বারা পাঠকদিগের তত্ত্বজ্ঞানের সহিত ভক্তি ভাবেরও উদ্দীপন হইবে।

বামা রচনা।

অনন্ত প্রহেলিকা।

১

কে মোরে শুনাবি আজ অনন্তের কথা?
সে দেশে কি কালো জল,
রাঙা ফুল, পীত ফল,
দোলে কি তরুর গায়ে কুসুমিত লতা?
সে দেশে কি চাঁদ হাসে,
শীতান্তে বসন্ত ভাসে?
সে দেশে কি ঢালে কেউ ব্যথিতে মমতা?
কাহারে সুধিব আজ অনন্তের কথা!

২

সেথা কি চাঁদিমা আলো উঠিলে উথলি,
হইয়া আপনা হারা,
চেয়ে থাকে দুটি তারা,
জাগিয়া ঘুমের ঘোরে বিভোর কেবলি?
নবস্ফুট ফুল-বেশে,
কচি মুখে আধ হেসে,

"চাঁদ আয়" বলে কেউ দেয় করতালি?
উষার আঁচলে রবি ফোটে কি উজলি?

৩

সেখানে কি সুমধুর মলয়ের বায়
লইয়া সুরভি রাশি,
মাখিয়া উষার হাসি,
বহে কি মৃদুলতর, সুধা ঢালি গায়?
করুণা-লহরী সমা,
সে দেশে কি আছেরে মা,
ডাকে নিতি সন্ধ্যাকালে "যাদু কোলে আয়?"
সেখানে কি ভালবাসা হৃদয় জুড়ায়?

৪

সে দেশ কেমন তর? শুধু আলোময়?
প্রভাতি-তপন হাসি,
শারদ-কৌমুদী রাশি,
বিজলীর চারু ছটা, তার কাছে নয়?
অথবা আঁধার শুধু
কেবলি করিছে ধূ ধূ,
কোথা বা অমার রেতে জলদ উদয়,
সে দেশ কেমন তর কে জানে নিশ্চয়?

৫

যারা তথা যায় আর ফিরে তো আসে না!
ডাকিয়া হয়েছি সারা,
কেমন নিষ্ঠুর তারা!
নাই শব্দ নাই সাড়া, কিছুই বলে না!
ভাবি তাই দিবা রাতি—
কিসের উৎসবে মাতি
ভুলিয়া রয়েছে হায় সকল কামনা,
একেবারে গেল চলে ফিরিয়া এল না!

৬

চলি যায় নব শিশু আসে নাকো আর,
ফেলিয়া বুকের ধন
করে মাতা পলায়ন,
যায় পতি ফেলি প্রিয়া প্রিয় কণ্ঠহার!
যায় বোন ছেড়ে ভাই,
কারো মনে দয়া নাই,
জনমের মত গেল, এল নাক আর।
র'ল শুধু শোক-অশ্রু-শুধু হাহাকার!

৭

কিজানি অনন্ত কোথা নীলিমের পার,
আঁধার আঁধার যেন,
আমি তা বুঝিনে কেন!
যে গেল সে ফিরে কেন এল না আবার?
চলি গেছ কত দিন,
নিতি আমি গণি দিন,
ফিরে কি জগতে তুমি আসিবে না আর?
ফুরাবে না শুকাবে না এই অশ্রুধার?

৮

আর কি জগতে তুমি ফিরিবে না হায়!
আর কি তেমন করে,
হাসিবে না শূন্য ঘরে,
ভরিবে না শূন্য হৃদি সুধার ধারায়?
তবে এ মলিন প্রাণ
হোক্ হোক্ অবসান,
হোক্ সুখ বলিদান এ মহাপূজায়।
আপনি দেখিব চোখে অনন্ত কোথায়!

(প্রিয়প্রসঙ্গ রচয়িত্রী)

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৯০ সংখ্যা } ফাল্গুন ১২৯৫—মার্চ্চ ১৮৮৯। { ৪র্থ কল্প ২য় ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বেথুন কলেজ—গত ২০এ ফেব্রুয়ারি ইহার পারিতোষিক কার্য্য সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। লেডী লান্সডাউন বালিকাদিগকে স্বহস্তে পারিতোষিক দেন এবং চিফ্ জষ্টিস পিথারাম একটী বক্তৃতা করেন।

দান—(১) রঙ্গপুর, কাকিনার রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী স্বীয় জনৈক পরলোকগত অমাত্য নন্দকুমার নিয়োগীকে ২৫৪৩৷৶০ ঋণদায় হইতে মুক্তি দিয়াছেন এবং তাহার বিধবা পত্নীর ভরণ পোষণের জন্ম মাসিক ৮৲ টাকা বৃত্তি ধার্য্য করিয়াছেন।

(২) বিবী কোম নাম্নী এক বিলাতী মহিলা ভারত ভ্রমণে আসিয়া লেডী ডফরিণ ফণ্ডে ৬০০৲ টাকা দিয়া এক ছাত্রী-বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

(৩) মহারাণী স্বর্ণময়ী উড়িষ্যার অন্ন কষ্ট নিবারণের জন্ম ১০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট ইহার জন্ম তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

পণ্ডিতা রমাবাই—ইনি সম্প্রতি প্রবাস হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন এবং পুনা নগরীতে বাস করিতেছেন। তিনি দেশীয় প্রথানুযায়ী পরিচ্ছদ পরেন ও নিরামিষ ভোজন করিয়া থাকেন। "উচ্চ জাতীয় হিন্দু মহিলা" নামক একখানি পুস্তক

রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; এই পুস্তকে তিনি আপনার জীবনের ঘটনাবলী সন্নিবেশিত করিয়া উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত বিধবা হিন্দু মহিলাদিগের দুঃখ-কাহিনী সাধারণ্যে জ্ঞাপন করিয়াছেন। হিন্দু মহিলাদিগের বাল্যাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া বৈধব্য ও মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত জীবনী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি তাঁহার প্রস্তাবিত মহিলাশ্রম পুনা নগরে স্থাপন করিবেন, পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট ছিল; কিন্তু এক্ষণে তাহা বোম্বাই নগরে স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। কেবল বিধবাদিগকেই এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে। ইতিমধ্যে একটী বিধবা প্রবেশার্থিনী হইয়াছেন।

বার্ষিক সভা—গত বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে টাউন হলে লর্ড ডফরিন প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় স্ত্রীচিকিৎসা সভার বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তি ছিলেন এবং স্বয়ং বড়লাট সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন।

ব্রহ্মে উপনিবেশ—ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্ম দেশে ১৮৮৬ সালে ৭০,০০০ উপনিবেশী গমন করে, ১৮৮৭ সালে ৮২০৭৭ গিয়াছে। ভারতে এক একজন কৃষকের মাসিক আয় ৬৲ টাকা মাত্র, ব্রহ্ম দেশে ১৫৲ টাকার ন্যূন নহে, কোন কোন স্থলে ২০।২৫ টাকাও হইয়া থাকে। বাঙ্গালা বেহার হইতে অধিক সংখ্যক লোক উপনিবেশী হইলে তাহাদেরও অবস্থার উন্নতি হয় এবং ব্রহ্মেরও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে পারে।

সেবিংস ব্যাঙ্ক—এ দেশের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা ক্রমশঃ অর্থ সঞ্চয় করিতে অভ্যস্ত হইতেছেন, ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয়। ১৮৮৮ সালের ৩১এ মার্চ্চ ভারতবর্ষে গবর্ণমেণ্ট সেবিংস ব্যাঙ্কের সংখ্যা ৬১৫২, ইহাতে ৩ লক্ষ, ৩২ হাজার, ১৭৩ জন লোকের নামে হিসাব আছে। ইহারা গবর্ণমেণ্ট হইতে ২২ লক্ষ, ৩৮ হাজার, ৬০৯ টাকা সুদ পাইয়াছে এবং ৬ কোটী ৬৭ লক্ষ টাকার অধিক ইহাদের পাওনা আছে। গবর্ণমেণ্ট সেবিংস্ ব্যাঙ্ক দ্বারা সাধারণের যথার্থ উপকারের পথ খুলিয়াছেন, ইহার আরও উন্নতি হওয়া আবশ্যক।

বিদুষী রাণী—কাটিবারের ঠাকুর সাহেবের সহধর্ম্মিণী রাণীজি নন্দকনর্ব্বা ভারতের একজন প্রতিভাসম্পান্না রমণী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তিনি ইংরাজীতে ব্যুৎপন্ন, ফরাসী ও সংস্কৃত ভাষা শিখিতেছেন। বেদান্ত ও পুরাণ সকল অনেক অধ্যয়ন করিয়াছেন। ইনি স্বামীর সহিত ইংলণ্ড-দর্শনার্থ গমন করিবেন। সম্প্রতি গণ্ডালের বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ স্থলে তিনি একটি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করেন। স্বদেশীয় নারীজাতির উন্নতিকল্পে ইনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন।

বিধবা বিবাহ—সম্প্রতি হুগলিতে একটি বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম বাবু অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স ৩০ বৎসর, ব্যবসা ডাক্তারী। পাত্রী আসাম নৌওগাঁর উকীল বাবু ঘনশ্যাম বড়ুয়ার কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবী; তাঁহার বয়স প্রায় ২৫।২৬ বৎসর।

বাল্য বিবাহের দোষ—জোসেফ করোসি অষ্ট্রীয়ার এক জন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি ৩০ হাজার লোককে পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্ত উপনীত হইয়াছেন যে, ২৪ বৎসরের কম বয়স্ক পিতা ও ২০ বৎসরের কম বয়স্ক মাতার সন্তান তত বলিষ্ঠ হয় না। প্রাচীন বৈদ্যরাজ সুশ্রুতেরও এইরূপ মত।

কুমারী ম্যানিঙ্—লাহোরের ব্রাহ্ম মহিলারা মিস্ ই, এ ম্যানিংকে এক অভিনন্দন দিয়াছেন। তত্রত্য সেন্ট্রাল মুসলমান সভাও তাঁহাকে অভিনন্দন দিয়াছেন।

রূপসী মেলা—বিলাতের প্রসিদ্ধ সাবন্ওয়ালা পিয়ার্স কোম্পানী এক রূপসী মেলা খুলিবেন। দেশ-বিদেশ হইতে সুন্দরীদিগের সমাগম হইবে। প্রথম পারিতোষিক দুই সহস্র টাকা প্রধান রূপসীকে প্রদত্ত হইবে। পুরুষেরা রূপসীকে দেখিয়া বিচার করিয়া পারিতোষিক বিতরণ করিবেন।

কুমারী ষ্টীল—মিসেস ষ্টীল পঞ্জাবী রমণীদিগের বিদ্যোন্নতির জন্য বিস্তর পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন এবং এই নিমিত্ত পঞ্জাবের সকল সম্প্রদায়ের লোক তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করিয়া থাকে। তিনি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি-ক্রমে বিনা বেতনে ৩ বৎসর কাল তত্রত্য স্ত্রী-বিদ্যালয় সকলের ইনস্পেক্টরের কার্য্য করিয়া আসিতেছেন এবং স্ত্রী-শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন। পঞ্জাব প্রদেশের সঙ্গে তাঁহার ঐ পবিত্র সম্বন্ধ বর্ত্তমান বৎসর হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় পঞ্জাববাসী সকল শ্রেণীর লোক দুঃখিত হইবেন, সন্দেহ নাই।

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ।

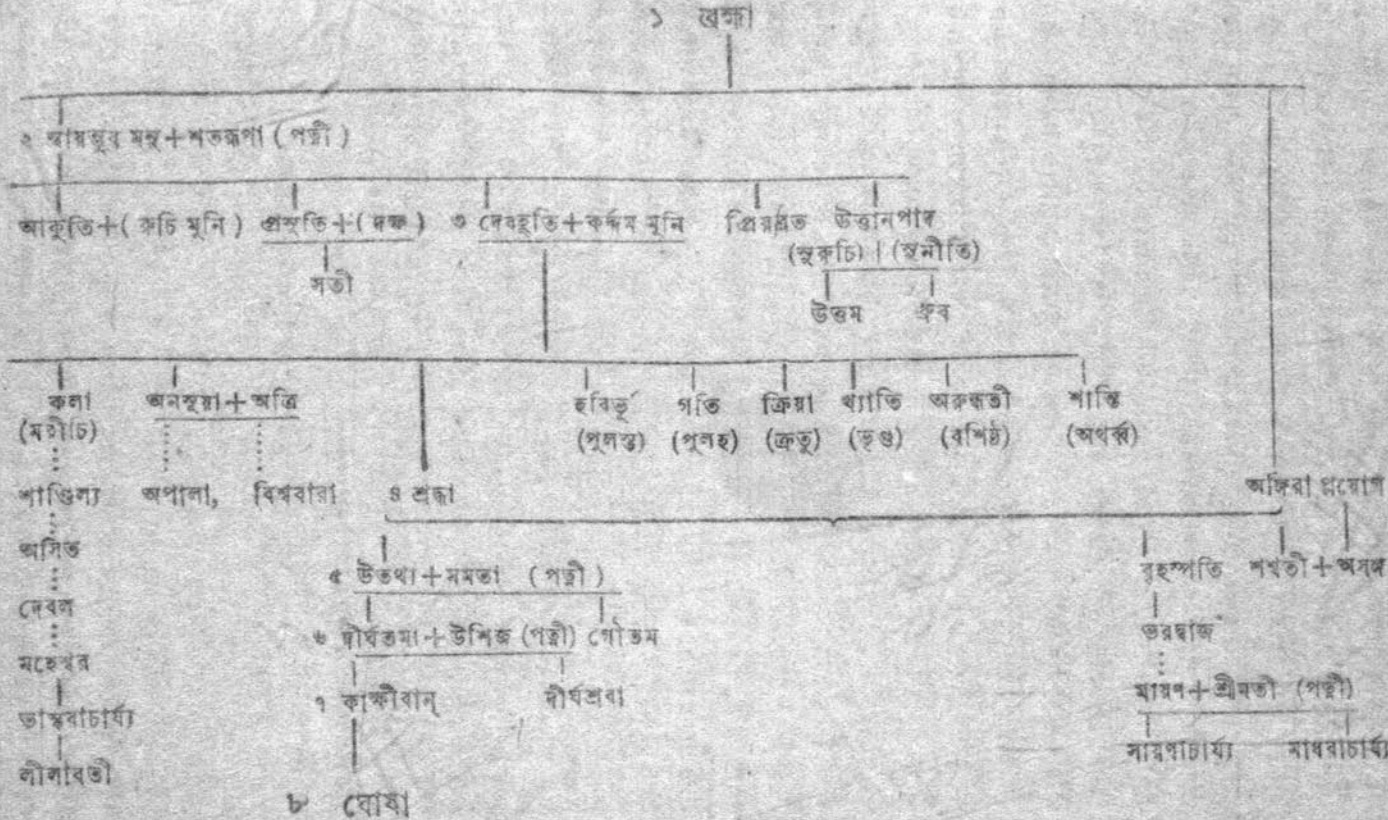
(বৈদিক কাল)।

২৪—দোয়া।*

ঘোষা যে বংশে উৎপন্ন হন, সে বংশ যে নিতান্ত শ্লাঘ্য বংশ, অদ্যকার সন্দর্ভেই তাহা সপ্রমাণ হইবে। এই বংশে ভূরি ভূরি উৎকৃষ্ট স্ত্রী ও পুরুষ, সঞ্জাত হইয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রে ব্রহ্মাই

* ১২৯৩ সালের চৈত্র মাসের বামাবোধিনী

খোনার বংশাবলি।



☞ যেখানে নামের নীচে রেখা নাই—বিন্দু বিন্দু আছে, তথায় পুত্র কন্যা না বুঝাইয়া সেই বংশোৎপন্ন বুঝাইবে।

সৃষ্টির প্রথম পুরুষ। খ্রীষ্টানদের ধর্ম্ম-পুস্তকের মতে আদম যেমন আদি ব্যক্তি, হিন্দুশাস্ত্রের মতে ব্রহ্মা সেইরূপ। ব্রহ্মার যে সকল পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে এখানে স্বায়ম্ভুব মনু ও কেবল অঙ্গিরার নাম নির্দ্দেশিত হইল। স্বায়ম্ভুব মনু, ব্রহ্মাবর্ত্ত-প্রদেশ-নিবাসী ছিলেন। রাজ্ঞী শতরূপা, তাঁহার প্রিয়তমা ভার্য্যা। যদি পুত্র-কন্যার গুণাগুণ বিচার দ্বারাই জনক-জননীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে হয়, তাহা হইলে, স্বায়ম্ভুব মনুর ও তদীয় মহিষী শত-রূপার সৌভাগ্যের সীমা করা যায় না। এতদ্ভিন্ন আর্য্যজাতির ধর্ম্মগ্রন্থে উক্ত দম্পতির রাশি রাশি সুখ্যাতিবাদ অবলোকিত হয়। সে সকল কথা এখন থাকুক, আপাততঃ আকুতি, প্রসূতি, দেবহূতি শতরূপার এই কন্যাগুলির এবং প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ এই পুত্রদ্বয়ের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলিতেছি। উত্তান-পাদ রাজার মহিষী সুনীতিদেবী, নিজগর্ভে ধার্ম্মিক-প্রবর ভক্ত-শিরোমণি ধ্রুবকে ধারণ করিয়া নারীজন্ম সার্থক করিয়াছেন। তিনি সন্তানকে যে হিতো-পদেশ প্রদান করেন, তাহা অমূল্য। সুনীতির সপত্নীর নাম সুরুচি। দেব-হূতির বিস্তারিত বর্ণনা ১২৯২ সালের মাঘ মাসের বামাবোধিনীতে লিখিত হইয়াছে। তাঁহার গুণধর পুত্র কপিল, কেবল নিজ প্রভাবে স্বীয় মাতার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, এমন নয়; দেবহূতি স্বয়ং ধর্ম্মতত্ত্বানুরাগে প্রগাঢ় আসক্তি-মতী ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী আকুতি, রুচি মুনির পত্নী। দ্বিতীয়া ভগ্নী প্রসূতি, দক্ষের বনিতা। তদীয় গর্ভে বিস্তর কন্যার উদ্ভব হয়। "সতী" বয়সে সকল ভগিনী অপেক্ষা কনিষ্ঠা বটেন, কিন্তু গুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। তাঁহার "সতী" নাম হইতে পতিব্রতা কামিনী-দের গুণবোধক সাধারণ উপাধি "সতী" হইয়াছে। পতিনিন্দা-শ্রবণে তিনি দেহত্যাগ করেন, এটি সর্ব্বজন-বিদিত ও চিরপ্রসিদ্ধ বিষয়। এই একমাত্র ঘটনায় সতীর মনঃপ্রবৃত্তির অজস্র নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে।

স্বনাম-বিখ্যাত কর্দ্দম মুনি, দেবহূতি দেবীর পাণিপীড়ন করেন। দেবহূতির গর্ভে কলা, অনসূয়া, শ্রদ্ধা, হবির্ভূ, গতি, ক্রিয়া, খ্যাতি, অরুন্ধতী ও শান্তি এই ৯ নয় তনয়া ও একমাত্র পুত্র কপিল সঞ্জাত হন। মরীচি, অত্রি,

---

পত্রিকায় অতি সংক্ষেপে ঘোষার বিষয় মুদ্রিত হইয়াছিল। প্রাচীন তত্ত্বানুশীলন যে কত বড় গুরুতর ব্যাপার, যাঁহারা ঐ কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন। অনেক সময় লেখক স্বয়ং নিজের পূর্ব্ব মত খণ্ডিত করেন। লেখক, সম্প্রতি সবিশেষ অনুসন্ধান, যত্ন ও প্রগাঢ় পরিশ্রম সহকারে ঘোষার বংশা-বলির তালিকা সহিত যে বিস্তৃত বর্ণনা আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা সাদরে তাহা পত্রস্থ করিলাম। পূর্ব্ববারে ঘোষার নামের পূর্ব্বে ২৪ সংখ্যা ছিল, এবারও সেই সংখ্যা দেওয়া গেল। বা, স.।

অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ ও অথর্ব্ব এই ৯ নয় ঋষি, দেবহূতির জামাতৃগণ। অনসূয়ার গুণ-গরিমার অপর পরিচয় আর কি দিব? তাঁহার নামের অর্থগ্রহ করিলেই, যথেষ্ট বোধগম্য হইবে। যিনি গুণবানের গুণ অস্বীকার করেন না এবং অন্যের দোষ উল্লেখ পূর্ব্বক আহ্লাদ প্রকাশ করেন না, তাঁহাকেই অনসূয়া কহা যায়, (১) সুতরাং এই অংশেই কি অনসূয়ার মনের উন্নত ভাব প্রকটিত হইতেছে না? অরুন্ধতীর সম্বন্ধে বলিতে গেলে, অনেক কথাই লিখিতে হয়, এস্থলে সম্প্রতি এই মাত্র বিবৃত করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি যে, তাঁহার পাতিব্রত্য, ভারতের—সমগ্র জগতেরও গৌরবনিকেতন। হিন্দুশাস্ত্রে অরুন্ধতী, আদর্শ সাধ্বী। বিবাহমন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, বিবাহ-সময়ে কন্যা, এই রূপ কহিবেন, "হে অরুন্ধতী! আমি তোমার মত স্বীয় স্বামীতে যেন অনুরক্ত থাকিতে পারি (২), এই আমার প্রার্থনা।" অক্ষমালা-নাম্নী কামিনী, তাঁহার সপত্নী ছিলেন। অরুন্ধতী, তাঁহার প্রতি অকপট সদ্ভাব প্রদর্শন করিয়াও, ভারতের শীর্ষস্থানে বিরাজমানা। তাঁহার বিষয়, পৃথক্ প্রবন্ধে আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন না করিলে, পাঠিকাদের নিকট প্রত্যবায়-ভাগী হইতে হইবে।

ব্রহ্মার পুত্র অঙ্গিরা ঋষি, দেবহূতির গর্ভোৎপন্না কর্দ্দম মুনির ঔরসজাতা তৃতীয় দুহিতা "শ্রদ্ধা" নাম্নী তনয়ার পাণিগ্রহণ করেন। অঙ্গিরা ঋষি ও তদ্বংশীয়গণ দ্বারা অগ্নির আরাধনা প্রচলিত হইয়াছিল, বেদসংহিতাপাঠে ইহা অবগত হওয়া যায়। বশিষ্ঠ প্রেয়সী অরুন্ধতী, শ্রদ্ধার অষ্টমা ভগিনী। শ্রদ্ধার অগ্রজাতা মধ্যমা ভগ্নী অনসূয়ার সহিত অত্রি মুনির বিবাহ হয়। অত্রিগোত্রে অপালা ও বিশ্ববারা নাম্নী দুই রমণী-রত্ন উদ্ভূত হন। ১২৯২ জ্যৈষ্ঠে বিশ্ববারা ও ১২৯৩ চৈত্রে অপালার প্রসঙ্গ দৃষ্ট হইবে। শ্রদ্ধার সর্ব্বজ্যেষ্ঠা কন্যা তিনি মরীচির (৩) সহধর্ম্মিণী। অঙ্গিরার ঔরসে ও শ্রদ্ধার গর্ভে ২ দুই সুপ্রসিদ্ধ পুত্র ও কুহু, রাকাসিনী, বাণী ও অনুমতি এই ৪ চারি কন্যার উদ্ভব হয়। পুত্রদ্বয়ের মধ্যে উতথ্যই অগ্রজ, কনিষ্ঠের নাম বৃহস্পতি। অঙ্গিরার আর এক কন্যা ছিল, তাঁহার নাম শশ্বতী। তিনি, "শ্রদ্ধা" দেবীর গর্ভজাত কি না, স্থিরীকৃত হয় নাই। শশ্বতীর বিরচিত মন্ত্র, ঋগ্বেদসংহিতার ৮ অষ্টম মণ্ডলের ২ দ্বিতীয় সূক্তের ৩৪ চৌত্রিশ ঋকে নিবদ্ধ

(১) মৎপ্রণীত "প্রাচীন আর্য্যরমণীগণের ইতিবৃত্ত" ১০৭ ও ১০৮ পৃষ্ঠা দেখ।

(২) "প্রাচীন আর্য্যরমণীগণের ইতিবৃত্ত" ১০৮ পৃষ্ঠা।

(৩) মরীচি ঋষির গোত্রে শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল প্রভৃতি ঋষিগণ প্রাদুর্ভূত হন। শাণ্ডিল্য-কুলে, আচার্য্য মহেশ্বর, তৎপুত্র ভাস্করাচার্য্য ও তৎসুতা লীলাবতী জন্ম গ্রহণ করেন।

হইয়াছে। অন্যান্য বিবরণ এই পত্রিকার ১২৯৩ সালের চৈত্র মাসে ৩৭০ পৃষ্ঠায় লেখা আছে। শশ্বতী, প্রযোগ রাজার পুত্রবধূ। তাঁহার স্বামী অসঙ্গ, অত্যন্ত দাতা। বৃহস্পতি, এক জন অলৌকিক বুদ্ধিজীবী ও দেবগুরু বলিয়া প্রসিদ্ধ। সচরাচর লোকে কথায় বলে, "বুদ্ধিতে বৃহস্পতি।" বৃহস্পতির বিরচিত এক খানি স্মৃতি গ্রন্থও আছে। তিনি দর্শনশাস্ত্র প্রণেতাদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য। বৃহস্পতির একটি সর্ব্বজনাদৃত, মহান্, উন্নত-মত-পরিপোষক শ্লোক এই,—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য
ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন-বিচারেণ,
ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥"

কেবল শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া অর্থ-নির্ণয় করা কর্ত্তব্য নয়, অযৌক্তিক বিচারে ধর্ম্ম-ক্ষয় হয়।

কি অপক্ষপাতী, বিশুদ্ধ বুদ্ধির অনুমোদিত উদার মত! এই বৃহস্পতির অতি উপযুক্ত পুত্র ভরদ্বাজ মুনি। ইনি বিদ্বান্ ও বাক্সিদ্ধ ছিলেন। ব্রহ্মা, বৃহস্পতি ও উতথ্যের বরে ইঁহার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। ইঁহার গোত্রে সায়ণ উদিত হন। সায়ণের পত্নী "শ্রীমতী" অতি সৌভাগ্যবতী নারী। তাঁহারই উদরে সুবিখ্যাত সায়ণাচার্য্য ও মাধবাচার্য্য জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাঁহারা দুই ভ্রাতায় বেদের ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। তাঁহারা দুই জনে দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত বিজয় নগরের হরিহর ও বুক্ক নৃপদ্বয়ের অমাত্য ছিলেন। মাধবাচার্য্য প্রণীত বহুসংখ্যক শাস্ত্রের বহুসংখ্যক গ্রন্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি তুঙ্গভদ্রা নদীতীরবর্ত্তী পম্পানগরে অধিবাস করিতেন। ভরদ্বাজের নামে ভারদ্বাজ গোত্র চলিতেছে, সুতরাং অন্য পরিচয় অনাবশ্যক। বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ সহোদর উতথ্য। তিনি বেদের রচয়িতা। মমতা, তদীয় বনিতা। মমতার বিষয় বামাবোধিনী পত্রিকায় ১২৯৩ সালের চৈত্র মাসে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় ইতিপূর্ব্বে লেখা গিয়াছে। সুতরাং এস্থলে পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক ও অসঙ্গত। মমতা ব্রহ্মবাদিনী নারী। উতথ্যের ঔরসে ও মমতার গর্ভে দীর্ঘতমা ও গৌতম উদ্ভূত হন। এই গৌতম, ন্যায়দর্শন-প্রণেতা কি না, বলিতে পারা যায় না। উশিজ, দীর্ঘতমার সহধর্ম্মিণী। তাঁহার বিবরণও উক্ত-সংখ্যক বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকটিত হইয়াছিল। দীর্ঘতমার ঔরসজাত উশিজের উদরোৎপন্ন কাক্ষীবান্ ও দীর্ঘশ্রবা দুই খ্যাত্যাপন্ন বেদ-মন্ত্র রচয়িতা ঋষি। কাক্ষীবানের রচিত বাক্যগুলি ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলের ১১৬ হইতে ১২১ সূক্তে নিবেশিত রহিয়াছে। দীর্ঘতমার সুদেষ্ণা নাম্নী জায়ার গর্ভে কলিঙ্গ নামক এক তনয় জন্মে। এই কলিঙ্গই, স্বনাম খ্যাত-প্রদেশের স্থাপনকর্ত্তা। সুদেষ্ণা যাঁহার ধর্ম্মপত্নী এবং কলিঙ্গ, যাঁহার

আত্মজ, (৪) সেই দীর্ঘতমা, এবং উতথ্য-সুত দীর্ঘতমা, দুই পৃথক লোক, কি একই ব্যক্তি, অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। সে যাহা হউক, উতথ্যাত্মজ দীর্ঘতমার পুত্র কাক্ষীবানের ঘোষা নামে যে নন্দিনী ছিলেন, সম্প্রতি তাঁহারই প্রসঙ্গ বর্ণিত হইতেছে। কাক্ষীবান্ যাঁহার জনক, দীর্ঘতমা যাঁহার পিতামহ, উতথ্য যাঁহার বৃদ্ধ প্রপিতামহ—ইহাদের মধ্যে যাঁহারা সকলেই বেদ বিখ্যাত সর্ব্বত্রাদৃত সর্ব্বজন পূজ্য ব্যক্তি; উশিজ যাঁহার পিতামহী, ব্রহ্মপরায়ণা মমতা যাঁহার প্রপিতামহী এবং শ্রদ্ধা দেবী, যাঁহার বৃদ্ধ প্রপিতামহী—তাঁহার কুলের স্বতন্ত্র পরিচয় আর কি দিব? তিনি, অত্রিবংশীয়া উৎকৃষ্টস্বভাবা মহিলা, অপালার মত কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ছিলেন বটে, কিন্তু চরিত্র গৌরবে নারীজাতির শীর্ষস্থানীয়।

ঘোষা নিতান্ত পিতৃপরায়ণা অঙ্গনা। কেন না, তিনি বেদের এক স্থলে স্বয়ং বলিয়াছেন, পিতৃনাম উচ্চারণে সুখোদয় হয়। তিনি বিদ্যাবতী ও নৃপনন্দিনী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার দম্ভ, অভিমান বা কপটতা ছিল না। যিনি জ্ঞান-ভাণ্ডার বেদাংশ রচনা করিয়াছিলেন, তিনি, আবার কহিয়াছেন, আমার যেন জ্ঞানোৎপত্তি হয়! কি বিনয়! অশ্বিনী-কুমার যুগলের চিকিৎসার গুণে ঘোষা রোগমুক্ত হইয়া, তাঁহাদের প্রতি যাব-জ্জীবন যারপরনাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন। যৎকালে ঘোষা অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের স্তুতি করেন, তখনকার এক ঋকে জানা যায়, তিনি নিঃসহায় হইয়াছিলেন। তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্রের অশ্ব রথাদি ছিল। সে, ঘোষার বড় অবাধ্য ছিল। সেই কারণেই বোধ হয়, তিনি অশ্বিদ্বয়কে স্তবে জানাইয়াছিলেন, অশ্বিদ্বয়! তাঁহাকে শাসিত করুন। একটি শ্লোকে ঘোষার বিবাহ সময় বা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কালের আভাস পাওয়া গিয়াছে। তিনি স্তোত্রে কহিয়াছেন, আমার বিবাহের জন্য বর উপনীত হইয়াছেন। আবার আর এক মন্ত্রে বুঝা যায়, পরিণয়ের অনেক দিন পরেও তাঁহার পুত্র কন্যা উৎপন্ন হয় নাই। উদ্বাহের পূর্ব্ব কথার বিবরণ বহু স্থানেই বিবৃত হইয়াছে। ঘোষার পুত্র পৌত্রাদি জন্মিয়াছিল, একস্থানে মন্ত্রের আভাসে অনুমান হয়। বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াও, ঘোষার মাতৃনাম পাইলাম না, এজন্য মনের এক ক্ষোভ রহিল। বেদের মধ্যে ঘোষার প্রণীত অনেক মন্ত্র আছে এবং তাহাতে অনেক প্রাচীন তত্ত্ব জানা যায়। পুরুমিত্র রাজার শুন্ধ্যব নাম্নী সুতার সহিত বিবাহ, বধ্রিমতী নামক রমণীর প্রসব বেদনা ও তাহার অবসান, জরাজর্জ্জরিত

(৪) এই মতেরও বিরোধী প্রমাণ আছে। কেহ কেহ বলেন, চন্দ্রবংশীয় বলিরাজার তৃতীয় পুত্র কলিঙ্গের নামানুসারে কলিঙ্গপ্রদেশের নামকরণ হইয়াছে।

কলি নামক ব্যক্তির পুনর্যৌবন প্রাপ্তি, কূপ হইতে বন্দন নামে এক ব্যক্তির নিস্কৃতি, মুমূর্ষু রেভের (এক জনের নাম) প্রাণত্রাণ, সপ্তবন্ধনে আবদ্ধ অত্রি ঋষির উদ্ধার, পেদু রাজার বিবরণ, শংযু নামক কোন ব্যক্তির বৃদ্ধা গাভীর স্তনে দুগ্ধসঞ্চার, ভৃগু পুত্রগণের রথ নির্ম্মাণের বৃত্তান্ত, বিধবা নারীর দেবরের সহিত উদ্বাহ, কুৎস মহাশয়ের বন্দনাকারী ব্যক্তির ভবনে গমন, ভুজ্যু নামধেয় কোন ব্যক্তির সমুদ্র হইতে উত্থান, বশরাজা, কৃশ, শৈয়ুব ও উশনার উদ্ধার সাধন, পতিহীনা অঙ্গনার প্রতি অত্যাচার ও তাহার প্রতিবিধান ইত্যাদি বিষয় ঘোষার প্রণীত বেদাংশে জানিতে পারা যাইবে, এই আশায়, মন্ত্রগুলি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল।

"হে অশ্বিদ্বয়! আপনাদের সর্ব্বত্রগামী যে সুবৃহৎ রথ আছে, যে রথের উদ্দেশে যজমান ব্যক্তির অহোরাত্র আহ্বান করা উচিত, আমরা অহরহঃ সেই রথের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি। পিতৃনামোচ্চারণে যেরূপ আনন্দ হয়, আপনাদের নাম কীর্ত্তনেও সেই প্রকার আহ্লাদ জন্মে।

আমাদিগকে মনোমোহন বচন উচ্চারণে নিযুক্ত করুন, আমাদের কার্য্য সমাধা করিয়া দিন। যাহাতে অশেষ রূপ জ্ঞানোদয় হয়, তাহারই প্রার্থনা করিতেছি। প্রশংসনীয় ধনের অংশ আমাদিগকে প্রদান করুন। সোমরস যাদৃশ প্রীতিকর, আমাদিগকে যজমানের সকাশে তাদৃশ প্রণয়াস্পদ করিয়া দিন।

জনকাবাসে একটি স্ত্রী বার্দ্ধক্য দশা প্রাপ্ত হইতেছিল, আপনারা তাহার শুভাদৃষ্টস্বরূপ তাঁহার বর আনাইয়া দিলেন। যাহারা গতিশক্তিহীন বা নিকৃষ্ট, আপনারাই শক্তিহীন, অন্ধ ও রোগজ্বালা-জর্জ্জরিত লোকের চিকিৎসক, সকলেই ইহা নির্দ্দেশ করে।

যেমন পুরাতন রথের জীর্ণ সংস্কার পূর্ব্বক তদ্দারা যাতায়াত করা যায়, তদ্রূপ আপনারা বার্দ্ধক্য প্রপীড়িত চ্যবন ঋষিকে পুনরায় যৌবনাবস্থা প্রদান করিয়াছিলেন। আপনারাই তুগ্রকে সলিলোপরি নিরাপদে বহন করিয়া কূলে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। আপনাদের উভয়ের উক্ত কার্য্যগুলি যজ্ঞ কালে সবিশেষ বর্ণনোপযুক্ত।

আপনাদের ভূতপূর্ব্ব বীরত্বের কথা আমি লোকের নিকট বর্ণন করিতেছি। আপনারা উভয়ে সুদক্ষ চিকিৎসক, অতএব আপনাদের আশ্রিতা হইবার কারণ আপনাদের স্তোত্র পাঠ করিতেছি যে, যজমান তাহা নিশ্চয়ই প্রত্যয় করিবে।

আমি আপনাদিকে আহ্বান করিতেছি, আপনারা শ্রুতিগোচর করুন। সন্তান, যেমন জন্মদাতার নিকট সুশিক্ষিত হয়, আমিও যেন আপনাদের নিকট তদ্রূপ শিক্ষিতা হই। আমার

বন্ধু বা জ্ঞাতি নাই, আমি জ্ঞানশূন্য। আমার কোন দুর্ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বেই আপনারা তাহা বিদূরিত করিয়া দিন।

পুরুমিত্র রাজার তনয়া শুন্ধ্যুব নাম্নী স্ত্রীকে আপনারা রথে আরূঢ় করিয়া লইয়া গিয়াছেন, বিমদের সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন। বধ্রমতী আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন, আপনারাও তাহাতে কর্ণপাত করিয়াছিলেন। আপনারাও তাঁহার প্রসব-ব্যথা দূরীকৃত করিয়া দিয়া, তাঁহাকে নিরুপদ্রবে প্রসব করাইয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

ভারতের দুঃখিনী বিধবা ও অনাথা স্ত্রীলোক-দিগের জীবিকা লাভের কত প্রকার উপায় হইতে পারে? *

দুঃখিনী বিধবা ও অনাথা স্ত্রীলোকদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের নানা প্রকার উপায় আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি উপায় অবলম্বন করিতে গেলে রীতিমত শিক্ষার প্রয়োজন। সেই সেই কার্য্যে স্ত্রীলোকগণ রীতিমত শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে, উপার্জ্জনক্ষম হইতে পারেন না। কিন্তু শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে তাহারা আশাতীত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া নিজের ও দেশের অনেক কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইবেন।

কি কি উপায় অবলম্বন করিলে স্ত্রীলোকেরা রীতিমত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া জীবনোপায় উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হন এবং কি প্রকারে সেই উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

যে সকল বিষয়ে, নিপুণতা, ধৈর্য্য ও কারুকার্য্য আবশ্যক, সেই সকল বিষয়ে স্ত্রীলোকেরা শীঘ্র শিক্ষা লাভ করিতে সক্ষম হয় এবং সেই সকল কার্য্য তাঁহাদের হস্তে এতদূর সুন্দর ও পরিষ্কার হয় যে পুরুষদিগের হস্তে তত সুন্দর আশা করা যায় না।

যদি একটী সমিতি সংগঠন করিয়া তাঁহাদের অধীনে বিধবা ও অনাথা স্ত্রীলোকদিগকে আশ্রয় দেওয়া যায় এবং সেই সমিতির ব্যয়ে স্ত্রীলোকদিগের রুচি ও অনুরাগ অনুসারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া যায়,

* পারিতোষিক রচনায় এবিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পুরস্কৃত।

তাহার পর তাঁহারা রীতিমত শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে তাহাদের প্রস্তুতীকৃত দ্রব্যাদি বিক্রয় করা হয়, তাহাহইলে অর্থাগমের বেশ সুবিধা হয়। কিন্তু এই উপায় অবলম্বন করিতে হইলে প্রথমে কিছু অর্থ আবশ্যক। যত দিন পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকেরা শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে না পারেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদের ভরণ পোষণ এবং শিক্ষার ব্যয় ভার বহন করিতে হইবে। কিন্তু একবার কয়েক জনকে শিক্ষিতা করিতে পারিলে তাহাদের দ্বারা শিক্ষকতা কার্য্য এবং উপার্জ্জনের কার্য্য উভয়ই সম্পন্ন হইতে পারিবে।

উপায়।

১। কাষ্ঠ খোদাই (wood engraving) এই কার্য্যটী আমার বিবেচনায় স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা অতি সুন্দর ও পরিষ্কার হয়। এ কার্য্যটী শিক্ষা করিতে হইলে কিছু সময় আবশ্যক। কিন্তু একবার শিক্ষা করিতে পারিলে প্রত্যেক স্ত্রীলোক এই কার্য্য দ্বারা বেশ উপার্জ্জন করিতে পারেন এবং আজ কাল এই কার্য্যের আবশ্যকতা ও আদর দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে।

২। মকমল প্রভৃতি কাপড়ের উপর জরীর ফুল তোলা—এ কার্য্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষা করা যায় এবং ইহার আদরও দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। ইহা দ্বারা টুপী জামা প্রভৃতির উপর জরীর ফুল তোলা যায়। মুরসিদাবাদের শিল্পবিদ্যালয়ে ইহার শিক্ষা দেওয়া হয়। তথাকার ছাত্রেরা ছোট লাটকে ঐরূপ একটী থলি (purse) উপহার দিয়াছিল; তাহার উপর সুন্দর জরীর কাজ ছিল। ছোট লাট তাহা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং ছোট লাট পত্নী সেই প্রকার কয়েকটী কাজের ফরমাইস্ দিয়া আসিয়াছেন। অতি অল্প দিন পরিশ্রম করিলে এই কার্য্য শিক্ষা করা যায়।

৩। সৈন্যদিগের জামার ঘাড়ের উপর যে নম্বর দেওয়া থাকে, কাপড়ে সুতা, রেশম অথবা জরীর দ্বারা সেই নম্বর লেখা—এই কার্য্য বিলক্ষণ লাভের, কিন্তু একজন স্ত্রীলোকের দ্বারা হওয়া সম্ভবপর নহে। পল্টন হইতে কণ্ট্রাক্ট লইয়া এই কার্য্য করিতে হয়। যদি স্ত্রীলোকেরা এই কার্য্য করিতে শিক্ষিতা হন, তাহাহইলে সমিতি স্বয়ং কণ্ট্রাক্ট লইয়া এই কার্য্য করিতে পারেন অথবা যাঁহারা কণ্ট্রাক্ট লন, সমিতি তাঁহাদিগের কার্য্য সরবরাহ করিতে পারেন।

৪। মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য—একজন স্ত্রীলোক ১৮ মাস শিক্ষা করিলে এই বিষয়ে মোটামুটী কাজ করিতে পারেন। একটী সমিতির সাহায্য ভিন্ন একার্য্য সম্পন্ন হওয়া সুকঠিন। সমিতির অধীনে একটী ছাপাখানা থাকিবে। তথায় কম্পোজ ও ডিষ্ট্রীবিউট স্ত্রীলোকের দ্বারা হইবে। কিন্তু ছাপা অবশ্য পুরুষের দ্বারা হইবে।

৫। পুস্তক বান্ধান (Book Binding) এ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পুরুষের সাহায্য আবশ্যক। সমিতির তত্ত্বাবধানে একটী (পুস্তক বাঁধাই) কার্য্যালয় থাকিবে যে যে অংশ স্ত্রীলোকের দ্বারা হইতে পারে, তাহা স্ত্রীলোকে সম্পন্ন করিবে; পরে বাকী অংশ পুরুষেরা করিবে।

৬। চিত্র বিদ্যা—ইহা শিক্ষা করিতে বিশেষ সময় আবশ্যক এবং উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন। এ কার্য্যে লাভ বিলক্ষণ আছে।

৭। অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষা—এটী অতি গুরুতর বিষয়। এই কলিকাতার অনেক শিক্ষিত লোকের বাটীতে খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বিনী স্ত্রীলোকগণ শিক্ষা দান করেন। যাঁহারা এই সকল স্ত্রীলোককে অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার প্রদান করেন, তাঁহাদের সকলের উদ্দেশ্য এক নহে। কেহ কেহ নিজ নিজ অন্তঃপুরিকাগণকে বিদ্যাশিক্ষা করাইবার অভিপ্রায়ে, কেহ কেহ সূচী কার্য্য শিক্ষা করাইবার অভিপ্রায়ে, কেহ কেহ বা উভয় অভিপ্রায়ে ইহাঁদের সাহায্য গ্রহণ করেন। আবার শিক্ষয়িত্রীদিগের উদ্দেশ্যও স্বতন্ত্র; কেহ কেহ বা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের জন্য কেহ কেহ বা অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। এখানে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষয়িত্রী উভয়েরই উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। কিন্তু যদি এই কার্য্য সাধনের জন্য (অর্থাৎ অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা, অন্তঃপুরিকাগণের মধ্যে শিল্প কার্য্যের বিস্তার এবং অনাথা স্ত্রীলোকদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ এই তিন উদ্দেশ্য স্থির করিয়া) হিন্দু অথবা ব্রাহ্ম সমাজস্থ স্ত্রীলোকদিগকে প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে বিশেষ কৃতকার্য্য হওয়া যায়। কারণ খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী দ্বারা শিক্ষা কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হয় না এবং তাঁহাদের উপর অনেকের শ্রদ্ধাও কম। তাঁহাদের পরিবর্ত্তে ইহাঁদের সাহায্যপ্রার্থী হইতে লোকে অধিক ইচ্ছুক হইবে। ইহাঁদের দ্বারা আরও একটী কার্য্য সিদ্ধ হইবে, পরিবারের মধ্যে ধর্ম্ম ও নীতি বিস্তার করিতে ইহাঁরা চেষ্টা করিবেন। যদি এই উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া একটী সমিতি গঠন করা হয় এবং সেই সমিতি হইতে স্ত্রীলোকগণকে শিক্ষাকার্য্যের উপযুক্ত করিয়া অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার বিধান করা যায়, তাহা হইলে বিশেষ সুবিধা হয়। আমি বহু দিবস হইতে এ বিষয়ে চিন্তা করিতেছি। এই কার্য্যে প্রথম কিছু অর্থ আবশ্যক; কারণ গাড়ী ঘোড়ার প্রয়োজন। কিন্তু ইহা হইতে স্ত্রীলোকদিগের ব্যয় বাদে অনেক অর্থ উদ্বৃত্ত হইতে পারে। সেই উদ্বৃত্ত অর্থে নিরাশ্রয়া রমণীগণের প্রতিপালনের জন্য স্থায়ী ফণ্ড স্থাপন করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ একখানি গাড়ী ও দুইটী ঘোড়ার মাসিক ব্যয়—

চালকের বেতন ১০৲

২ জন সইস	১৩৲
ঘোড়ার খোরাক	১০৲
গাড়ি মেরামত	১৲
কামাই প্রভৃতিতে ঠিকা গাড়ি ভাড়া	২৲
খড় ঘাস চর্ব্বি জায়গা ভাড়া প্রভৃতি	১৪৲
	৫০৲

একখানি ভ্রমনিবাস গাড়ীতে ১২ জনের অধিক স্ত্রীলোক যাইতে পারেন। যদি নিতান্ত পক্ষে ১২ জন যান, তাহা হইলে প্রত্যেক স্ত্রীলোকের জন্য মাসে প্রায় ৪৶০ ব্যয় পড়িতেছে। এখন দেখা যাউক, প্রত্যেক স্ত্রীলোক শিক্ষা দান করিয়া মাসে কত টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন। প্রতি বাটীতে এক ঘণ্টা করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং ১৷৹ করিয়া বেতন লওয়া হইবে। এরূপ শিক্ষা প্রতিদিন নহে, একদিন অন্তর (খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী স্ত্রীলোকগণ এক দিবস অন্তর শিক্ষা দিয়া মাসে দুই টাকা করিয়া বেতন লন)। বেলা ১১টার পূর্ব্বে এবং অপরাহ্ণ ৪টার পর সকল স্ত্রীলোকের পড়িবার সুবিধা হইবে না। সুতরাং সমিতির শিক্ষয়িত্রীগণ বেলা ১১টা হইতে অপরাহ্ণ ৪টা পর্য্যন্ত শিক্ষা দান করিবেন। এই ৫ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ৪ ঘণ্টায় ৪টী বাটীতে শিক্ষা কার্য্যে গেল এবং বাকী এক ঘণ্টা তাঁহার যাতায়াতের সময় ধরা গেল। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে প্রত্যেক স্ত্রীলোক প্রতি দিবস ৪টী বাটীতে শিক্ষা দিতে পারেন, কিন্তু এক দিবস অন্তর শিক্ষা দিবার প্রণালী থাকায় প্রত্যেক স্ত্রীলোক মাসে ৮টী বাটীতে শিক্ষা দান করিয়া মাসে ১২৲ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন। ঐ ১২৲ টাকা পারদর্শিতানুসারে বিভাগ করিয়া দিয়া বাকী টাকায় গাড়ী ঘোড়ার খরচ দিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহা দ্বারা এক জন পরিদর্শক নিযুক্ত করা যাইতে পারে। আবার এই সকল স্ত্রীলোক অধিকতর উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য প্রাতঃকালে বিদ্যা ও শিল্প ও শিক্ষা করিবেন।

৮। ক্রুস প্রস্তুত—একার্য্যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের সাহায্য আবশ্যক। যে সকল নগরে বা গ্রামে ক্রুস প্রস্তুতের কারখানা আছে, তথায় ব্যবসায়ীরা প্রথমে কাষ্ঠে ছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্রিত কাষ্ঠ ও তৎসহ লোম এবং পিত্তলের তার গ্রামস্থ স্ত্রীলোকদিগের বাটীতে দিয়া আসে। স্ত্রীলোকেরা সহজে এবং অল্প সময়ের মধ্যে ঐ ছিদ্রযুক্ত কাষ্ঠে তারের সাহায্যে লোম সকল বসাইয়া দেয়। পরে ব্যবসায়ীরা তাহা লইয়া তাহাতে আর এক খণ্ড কাষ্ঠ সংযোগ করিয়া লোম সকল সমভাবে কাটে, পরে উপরে পালিষ করিয়া বিক্রয় করে। যদি কোন একজন লোক অথবা সমিতি নিজে একটী ক্রুসের

কারখানা করিয়া গ্রামস্থ স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা ক্রস্ প্রস্তুতের ঐ অংশটী করাইয়া লয়েন, তাহা হইলে স্ত্রীলোকদিগেরও আয় হয় এবং তাঁহাদিগেরও লাভ হয়। ইহার সঙ্কেত এত সহজ যে স্ত্রীলোকেরা এক ঘণ্টার মধ্যে এই প্রণালী শিক্ষা করিতে পারে।

৯। স্ত্রী শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিয়া মফস্বলে বিদ্যালয় খোলা—সমিতির দ্বারা স্ত্রী শিক্ষার বিষয়ে উন্নতির চেষ্টা করিয়া মফস্বলের স্থানে স্থানে বিদ্যালয় খুলিয়া তথায় স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা শিক্ষা কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিলে অনেক স্ত্রীলোক বিদ্যাশিক্ষা করিয়া পরে শিক্ষয়িত্রী হইয়া নিজের জীবনোপায় উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হন।

আজ কাল মফঃস্বলের অনেক বিদ্যালয় হইতে স্ত্রী শিক্ষয়িত্রীর আবশ্যকতা শুনিতে পাওয়া যায়। যদি অনাথা বিধবারা লেখা পড়া শিক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা এই বর্ত্তমান অভাব দূর করিতে সক্ষম হইবেন।

(ক্রমশঃ)

স্ত্রীজাতিসম্বন্ধে সাধূক্তি।

(২য় প্রস্তাব)

জর্জ হারবার্ট বলেন "এক উত্তম মাতা শত শিক্ষকের সমান। চুম্বক যেমন লৌহ আকর্ষণ করে, ধ্রুব নক্ষত্র যেমন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, গৃহে মাতা কর্ত্তৃক সেইরূপ সকলের হৃদয় আকৃষ্ট ও তাঁহার দিকে সকলের দৃষ্টি পতিত হয়।" বেকন্ মাতৃ অনুকরণকে নিয়মাবলীর জগৎ অর্থাৎ সকল নীতি শিক্ষার মূল বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। আধুনিক বহুবিধ নীতি উপদেষ্টা ও সুবিখ্যাত পণ্ডিত স্যামুল স্মাইল্‌স্ এইরূপ মত প্রকটিত করিয়াছেন "পিতা অপেক্ষা মাতা সন্তানের চরিত্র গঠনে ও কার্য্যপ্রণালীর পথ প্রদর্শনে অধিক সক্ষম। গৃহ তাঁহার রাজ্য; সেখানে তাঁহার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব। কোমলমতি প্রজাবর্গের উপর তাঁহার একাধিপত্য, তাহারা আবশ্যক দ্রব্যজাতের জন্য তাঁহার মুখ চাহিয়া থাকে। তাহাদিগের দৃষ্টিপথে সতত উপস্থিত তিনিই তাহাদিগের আদর্শ। তাহারা অজ্ঞাতসারে তাঁহার সমস্ত কার্য্য অবলোকন ও অনুকরণ করে। মাতৃস্নেহ মানব জাতির প্রতি ঈশ্বরের সাক্ষাৎ অনুকম্পার নিদর্শন।" মার্কিন পণ্ডিত এমারসন্ লিখিয়া গিয়াছেন "উত্তম নারীগণের গুণে অনেক পরিমাণে সভ্যতার অভ্যুদয় হয়।" জন র‍্যাণ্ডল্ফ্ এক

জন রাজনৈতিক ছিলেন। তিনি একদা হঠাৎ "আমাদিগের পিতা যিনি স্বর্গে আছেন" এই মাতৃউপদেশ সারটি স্মরণ করিয়া নাস্তিকতা রূপ মহা পাপ হইতে নিষ্কৃতি পান। গান বাদা বিষয়ক গ্রন্থ রচয়িতা গ্রেট্রি উত্তম মাতা 'সৃষ্টির সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তু' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ফরাশীয় প্রবচনে আছে যে, নারী ব্যতীত পুরুষ মলিন হিংস্র জন্তুশাবক মাত্র। নেপোলিয়ান্ বোনাপার্টি বলিতেন যে সন্তানের চরিত্রের ভাবী গুণাগুণ মাতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। 'রাসেলাস' রচনা করিয়া ভুবন বিখ্যাত পণ্ডিতবর শ্যামুয়েল জন্ সন্ মাতৃ-স্নেহের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। কবি কাউপার মাতার প্রতিকৃতি দেখিয়া "On the Receipt of my mother's Picture" "আমার মার ছবি" নামে সুমধুর নীতিগর্ভ কবিতা লেখেন। এতদ্ভিন্ন আর এক জন মহাত্মা বলিয়া গিয়াছেন "আহা! মাতা, এই অতীব সুন্দর মধু মাখা কথাটিতে কত অনির্ব্বচনীয় ভাব আছে, স্নেহের সাগর আছে, তাহা বলিয়া কে ইয়ত্তা করিতে পারে?" পাঠক পাঠিকা জানেন যে, এনাপিয়স ও এফিমোমস্ মহামূল্য দ্রব্যজাত পরিত্যাগ করিয়া বৃদ্ধ পিতা মাতাকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যান।

উত্তম পুণ্যবতী মাতা দ্বারা যেরূপ অশেষ মঙ্গল সংসাধিত হয়, ধর্ম্ম বিহীনা দুঃশীলা মাতা দ্বারা সেইরূপ অমঙ্গলের সম্ভাবনা। প্রথম নেপোলিয়ন্ "ফ্রান্সের প্রধান অভাব মাতা অর্থাৎ উত্তম মাতা" এই মন্তব্য প্রকাশ করেন। বাস্তব, এই কথার মূলে একটি সত্য নিহিত আছে, তাহা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন, সুতরাং এস্থলে পুনরুল্লিখিত হইল না। স্মাইল্‌স ইহার পোষকতায় ফরাশী বিদ্রোহের মূল উত্তম মাতার অভাব এই যুক্তিযুক্ত মত দিয়াছেন। মাতা খিটখিটা, ক্রোধপরতন্ত্রা, কলহপ্রিয়া হইলে সন্তান যে কখনও অন্যরূপ হইবে না ইহা স্বতঃসিদ্ধ। কবেট বলেন যে, জননী বিলম্বে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলে বিলম্বে গাত্রোত্থানের বিরুদ্ধে সহস্র সহস্র উপদেশ দিলেও, সন্তান (কন্যা) কুত্রাপি শীঘ্র শীঘ্র শয্যা পরিত্যাগ করিতে অভ্যাস করিতে সক্ষম হইবে না। লর্ড বায়রণ স্বীয় চরিত্রগত দোষ স্বীয় দুঃশীলা জননীতে আরোপ করিয়াছেন। এরূপ দেখা গিয়াছে যে, অনেক উত্তম সন্তান মন্দ মাতার দ্বারা খারাপ হইয়াছে। অতএব বলা বাহুল্য, মাতা কত ভাল হওয়া উচিত। মানব দৌর্ব্বল্যের সমষ্টি। দুর্ব্বল মানব সুশিক্ষিত হইয়াও যখন বিপদগামী হইতে পারে, তবে আর অশিক্ষিতের কথা কি? অস্মদ্দেশে স্ত্রী শিক্ষা নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মূর্খ পুরুষে যত সমাজের অনিষ্ট সম্ভাবনা, মূর্খা নারীতে

কিছু তাহা অপেক্ষা ন্যূন নয়। বিলাতের কোন এক কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বকীয় কর্ম্মে বালকদিগকে নিয়োজিত করিবার পূর্ব্বে তাহাদিগের স্ব স্ব জননীর কিরূপ স্বভাব, তদ্বিষয়ে উত্তমরূপ অনুসন্ধান করিতেন। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, মাতার স্বভাব ভাল হইলে সন্তানের স্বভাব ভাল হইবেই হইবে। অতএব হে জননীগণ! সাবধান! সংসারে একটু সতর্কতার সহিত অগ্রসর হউন। আপনাদিগের উপর গুরুতর ভার ন্যস্ত আছে। হে ভারত সন্তানগণ! তোমাদের প্রকৃত উন্নতি তখনই নিকটবর্ত্তী হইবে, যখন তোমরা সুশিক্ষিতা সদ্‌গুণান্বিতা জননীগণ কর্ত্তৃক পালিত ও শিক্ষিত হইয়া অন্তরের সহিত তাঁহাদিগকে ভক্তি করিবে।

মায়ের সাধ।

১

আয় বাপধন! আয় কোলে আয়,
কেন আঁখি তোর ভরেছে জলে?
কি যেন হলোনা—কি যেন পেলেনা—
কি যেন যাতনা মরম তলে।

২

কেনরে নিশ্বাস ফেলিছ ত্বরাসি,
অধরে ফোটেনি মধুর হাসি,
কি ব্যথা লেগেছে কোমল পরাণে,
বল বল বাপ কোলেতে আসি।

৩

শুকায়ে গিয়েছে চাঁদ মুখ খানি,
বিমলা জ্যোছনা খেলে না চোখে—
নিঠুর সংসার ভয়াল মুরতি!
গরাসিতে বুঝি আসিছে তোকে!

৪

ভয়ে ভয়ে তাই চলে না চরণ,
উদাসী বিদেশী পথিক হেন!
আরামের ঠাঁই তোর যেন নাই—
মা'র কোল তোর রয়েছে কেন?

৫

—নিদাঘের খরা বরিষার ধারা*
দিব না লাগিতে সোণার গায়,'
পাবে না দেখিতে নিদয় জগত,
আয়, মোর বুকে লুকাবি আয়!

৬

হরি! হরি! লাজ কার কাছে আজ!
মায়ের মমতা কে কোথা ভোলে?
কাহার শোণিতে পেয়েছ জীবন,
* মানুষ হ'তেছ কাহার কোলে?

৭

ঘুমে ঢল ঢল শিশু দুরবল
পঞ্চবিংশ কোটী—আঁচলে রাখি, *
এ আঁধার রাতি, জালি আশা বাতি,
আমি অভাগিনী জাগিয়া থাকি।

৮

মশা'টী পড়িলে,পাতাটী নড়িলে—
পাছে বাছা মোর চমকি উঠে,
বুক পেতে তাই পদাঘাত খাই,
মরেও কাঁদিনে মু'খানি ফুটে!

৯

আগে ছিনু আমি রাজ-রাজেন্দ্রাণী,
  আমার-গৌরবে পূরিত ধরা!—
আজি ভিখারিণী তোদেরি জননী,
  বেঁচে থাকা আজ, মরণে মরা!

১০

সে কালের কথা স্মরিলে এখনো
  পুলকে শিহরে এ ভাঙা প্রাণ!—
বারো বছরের "বাদল" আমার
  শোণিতে আমারে করা'লে স্নান!

১১

সে কালের কথা সাধের স্বপন
  সোণায় গাঁথিয়া রেখেছি মনে,
আমার "প্রতাপ" ছাড়ি রাজাসন,
  পূজিল আমারে গহন বনে!

১২

সে কালের কথা সুধার কাহিনী—
  আমারে রাখিতে, অবলা মেয়ে
সমরে পশিল, অরাতি নাশিল!
  কেউ বা মরিল গরল খেয়ে!

১৩

আজি তোরা একি অপরূপ দেখি
  অভাগীর দুখে চাও না ফিরে,
সহোদর ভাই তারে মায়া নাই
  পরের চরণে লুটাও শিরে!

১৪

নিতি মারা মারি ভাই ভাই সনে,
  নিতি গালি নিতি বিবাদে রত,
এ দুরন্তপনা আর তো সহে না—
  বাজে মোর বুকে বাজের মত!

১৫

তোর বোন গুলি আমারি দুহিতা,
  তাদেরো কারণে পরাণ কাঁদে,
কেউ চাও তারা উড়ুক বিমানে,
  কেউ চাও বাঁধা থাকুক ফাঁদে!

১৬

তোদের করম কহিতে সরম,
  ঘৃণা উপহাস ভগিনী প'রে!—
স্নেহের লতায় পবিত্র বাসায়
  আঁকিছ, গড়িছ, ভীষণা ক'রে!

১৭

কত দুখ আর স'ব বাপ ধন!
  কত দিনে তোরা মানুষ হবি?
কবেরে আমার পোহাবে আঁধার,
  পূরবে উদিবে উজল রবি?

১৮

বিষাদ বিবাদ দলাদলি যত
  এক দিন তোরা যাবি কি ভুলে,
"ভাই ভাই" বলি হয়ে গলাগলি
  দিবি ভালবাসা মরম খুলে?

১৯

তোদের সঙ্গিনী তোদের ভগিনী—
  মুছায়ে তাদের নয়ন-জল,
দেখাবি কি সত্য জ্ঞানের আলোক,
  দিবি কি অভয় ভরসা বল?

২০

ছেলে গুলি হবে উজল তপন,
  মেয়ে গুলি হবে চাঁদিমা-আলো,
হৃদয় আমার জোছনা আগার,
  ডুবিবে অতলে বিষাদ কালো!

২১

সে দিন আমার কত দিনে হবে
যেই দিন তোরা "মানুষ" হবি;
কাঙ্গালিনী মা'র সাধের মাণিক
এক সাথে বুক উজলি র'বি!

শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান।

(২৮৮ সংখ্যা ২৭৯ পৃষ্ঠার পর)

২ খাদ্য।

শরীরের অবয়বাদির বৃদ্ধির জন্য দুইটী নিয়ম প্রয়োজনীয়,—তাহাদিগকে যথোচিত চালনা করা এবং তাহাদিগকে উপযুক্ত খাদ্যে পুষ্ট করা। ভুক্ত দ্রব্য পাকস্থলীতে গিয়া জীর্ণ হইবার পর রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় এবং রক্ত-স্থলীর দ্বারা সমস্ত শরীরে অতি দ্রুত-বেগে চালিত হয়। অঙ্গাদির চালনা করিবার সময়ে অথবা অল্পক্ষণ পরেই মাংসপেশী এবং শিরা সকল রক্ত হইতে ইহাদের পুষ্টিসাধক উপকরণ টানিয়া লয়। এইরূপে শরীর চালনা জনিত ইহাদের অপব্যয়ের পূরণ হয় এবং ইহারা পুষ্ট ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অঙ্গাদির উপযুক্ত চালনা হইলে মাংসপেশী ও শিরা সকলের খাদ্য টানিয়া লইবার এই শক্তি বৃদ্ধি হয়।

এই কালে অর্থাৎ যৌবনের প্রাক্কালে, ঘন ঘন আহার করা উচিত; কারণ এ সময়ে ভুক্ত দ্রব্য শীঘ্র শীঘ্র জীর্ণ হয়, রক্ত সঞ্চালন শীঘ্র শীঘ্র হয় এবং মাংসপেশী প্রভৃতির অপচয়ও ঘন ঘন হয়। প্রাপ্তবয়স্ক লোকের এত ঘন ঘন আহার করিবার আবশ্য-কতা হয় না; কারণ তাহাদের পরি-পাক শক্তি ও শারীরিক স্ফূর্ত্তি কমিয়া যায়। কিন্তু যে সময়ে অঙ্গাদির বৃদ্ধি হইতে থাকে, সে সময় অন্ততঃ চারি ঘণ্টা অন্তর আহার করা উচিত।* পরিশ্রমশীল অনেক যুবকের দিনে পাঁচ-বার আহারও আবশ্যক হয়। অধিক-বয়স্ক লোকের পক্ষে এত আহার অপরিমিত হইয়া পড়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম-শীল যুবকের পক্ষে এ পরিমাণে আহার অপরিমিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের দেশে পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে দিনে দুইবারের অধিক আহার করিবার নিয়ম

* দুই তিনবার তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করিলে যে চলিতে পারে না এমত বোধ হয় না। রাত্রি-কালে ৪ ঘণ্টা অন্তর আহার অসম্ভব। আমাদের মতে আহারের বার, অভ্যাসের উপর নির্ভর করে।—বা, বো, স।

ছিল না। অনেকে দিনে একবার বই আহার করিতেন না। কিন্তু এখন আর সে নিয়ম চলিতে পারে না। পূর্ব্বকাল অপেক্ষা আজকাল পরিশ্রম অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে। পরিশ্রম বৃদ্ধির জন্য মাংসপেশী প্রভৃতির অপচয় বৃদ্ধি হইতেছে; সুতরাং সেই অপচয় পুরণের জন্য ঘন ঘন আহারেরও আবশ্যকতা হইয়াছে।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন এই কালে যুবক যুবতীদিগের কি কি দ্রব্য আহার করা উচিত এবং কি পরিমাণে আহার করা উচিত।

আহারের কোন নির্দ্ধারিত পরিমাণ স্থির করা বড় কঠিন; কারণ বয়স ও পরিশ্রম বৃদ্ধির সহিত আহারের অবশ্যই পরিবর্ত্তন হইবে। বিশেষতঃ এক প্রকার ও এক পরিমাণের আহার সকলের পক্ষে বিধান করা যাইতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আহারে রুচি হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে তৃপ্তি হয়। বোধ হয় স্বাভাবিক অবস্থায় ক্ষুধাই আমাদের এ বিষয়ে যথার্থ বিধান কর্ত্তা, ক্ষুধা অনুসারে আহার করাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আমরা ঈশ্বরদত্ত বৃত্তি গুলির চিরকাল হইতে এতদূর অপব্যবহার করিয়া আসিতেছি যে তাহাদের উপর নির্ভর করিলে অনেক সময়েই আমাদিগকে কষ্টে পড়িতে হয়।

সুস্থ এবং পরিশ্রমশীল প্রত্যেক যুবক যুবতীরই ভালরূপ আহার করা উচিত। অনেকে এরূপ বলিয়া থাকেন যে, ক্ষুধা সম্পূর্ণরূপে শান্তি না হইতেই আহার ত্যাগ করা উচিত; অর্থাৎ সোজা কথায়, পেটভরিয়া খাওয়া উচিত নয়। বৃদ্ধ বয়সে এ নিয়ম চলিলেও চলিতে পারে (যদিও এ বিষয়ে আমার গুরুতর সন্দেহ আছে); কিন্তু এই সময়ে এ নিয়ম আদবেই খাটিতে পারে না। যথোচিত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমশীল যুবক যুবতীর, স্বাভাবিক অবস্থায়, যতক্ষণ ক্ষুধা শান্তি না হয়, ততক্ষণ আহার করা উচিত। কিন্তু ইহা বলাতে যেন কেহ না বুঝেন যে আমি অতিরক্ত আহার করিতে বলিতেছি। সকল বিষয়েই অপরিমিত হওয়া মন্দ। আহার পরিমিত হইল, কি অপরিমিত হইল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। অপরিমিত আহার করিলে উদরে গুরুভার বোধ হয়; শরীর অসুস্থ বোধ হয় এবং তন্দ্রা আইসে। বিশেষ অপরিমিত আহারের আর একটী লক্ষণ এই যে রাত্রে সুনিদ্রা হয় না; প্রায়ই স্বপ্ন দেখা যায় ও ঘন ঘন নিদ্রাভঙ্গ হয়। তাহাতে রাত্রে সামান্য জ্বর হয় এবং তজ্জন্য প্রাতঃকালে ঘর্ম্ম হয়। সহজজ্ঞানসম্পন্ন প্রত্যেক লোকেই শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম অনুসারে, আহারের পরিমাণ স্থির করিতে পারেন।

এই কালের পক্ষে কোন্ কোন্

প্রকারের খাদ্য উত্তম ও উপযোগী, তাহা নির্ণয় করা অত্যাবশ্যক। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এ বিষয় বিস্তারিত রূপে লেখা যাইতে পারে না, কেবল এই বিষয়ে অতি প্রয়োজনীয় কয়েকটী বিষয় লেখা যাইতেছে।

আমাদের চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুতে নাইট্রোজেন গ্যাস (nitrogen gas) বা যবক্ষার জান নামক এক প্রকার পদার্থ আছে। বায়ুর ৪/৫ অংশ প্রায় এই গ্যাসে পরিপূর্ণ। বায়ুতে এই পদার্থ বাষ্পীয় অবস্থায় আছে! কিন্তু রসায়নবিদ্ পণ্ডিতেরা দেখাইয়াছেন যে সমুদয় উদ্ভিদ এবং প্রাণিদেহে এই পদার্থ কঠিন ভাবেও অবস্থিত আছে। প্রাণীগণের মাংসপেশী, শিরা মস্তিষ্ক সকল স্থানেই এই পদার্থ আছে। এক কথায়, যেখানে জীবন আছে, সেখানে এ পদার্থও বিদ্যমান আছে।

এই পদার্থের উপর প্রাণিদেহের বৃদ্ধি অনেক অংশে নির্ভর করে। যদি একটি কুকুরকে নাইট্রোজেন বিশিষ্ট কোন খাদ্য না দিয়া অন্য প্রকার খাদ্য দেওয়া যায় (চিনি, অথবা চর্ব্বি প্রভৃতি), তাহাহইলে ইহার বৃদ্ধি বন্ধ হইবে এবং ইহা শীঘ্রই মরিয়া যাইবে। অতএব অবয়বাদির বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য এবং অঙ্গচালনায় প্রত্যহ আমাদের শরীর হইতে যে নাইট্রোজেন বাহির হইয়া যাইতেছে সেই অপচয় পূরণের জন্য, আমাদিগের নাইট্রোজেন বিশিষ্ট খাদ্য খাওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

আমরা সচরাচর যে সকল দ্রব্য আহার করিয়া থাকি তাহাদিগকে চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) নাইট্রোজেন (যবক্ষার জান) বিশিষ্ট (nitrogenous) খাদ্য ;

(২) কারবন (অঙ্গারজান) বিশিষ্ট (carbonaceous) খাদ্য ;

(৩) ষ্টার্চ (starch) (শ্বেত সার বা মাড়) যুক্ত খাদ্য ; এবং

(৪) ধাতব (mineral) এবং ক্ষার (salt) যুক্ত খাদ্য।

আমাদের শরীরের জন্য যে নাইট্রোজেন আবশ্যক হয়, তাহা আমরা নাইট্রোজেনযুক্ত খাদ্য হইতে প্রাপ্ত হই। সুতরাং কি কি খাদ্য দ্রব্যে নাইট্রোজেন আছে তাহা জানা আবশ্যক। প্রথমতঃ মাংস ; শুষ্ক মাংসে ১০০ গ্রেণের মধ্যে প্রায় ১৫½ গ্রেণ নাইট্রোজেন আছে। সুতরাং মাংসে আমরা অনেক পরিমাণে নাইট্রোজেন পাইয়া থাকি। কিন্তু শুধু মাংসেই যে নাইট্রোজেন আছে এমন নহে। অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যেও অনেক পরিমাণে নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। আমরা প্রত্যহ যে দুগ্ধ খাই, তাহাতে অনেক পরিমাণে নাইট্রোজেন আছে। দুগ্ধ উদরস্থ হইবা মাত্র এক প্রকার অম্লরস সংযুক্ত হইয়া উহা দধি হইয়া যায়। ঐ দধিতেই নাইট্রোজেন থাকে। শুষ্ক দধিতে ১০০ গ্রেণের মধ্যে প্রায় ১৫½ গ্রেণ

নাইট্রোজেন আছে অর্থাৎ ইহাতে প্রায় মাংসের মত নাইট্রোজেন আছে। হাঁসের ও অন্যান্য পক্ষীর ডিম্বের সাদা তরল ভাগেও ঐ পরিমাণে নাইট্রোজেন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন অনেক উদ্ভিদে ও শস্যে যথেষ্ট পরিমাণে নাইট্রোজেন আছে। গমে গ্লুটেন (glutten) বা আটা নামক এক প্রকার ধূষর বর্ণের শক্ত পদার্থ আছে, তাহাতে প্রায় মাংসের মত নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন চাউল, যব, জই, জনার, বাজরা ইত্যাদি অনেক শস্যেও ঐ পরিমাণে নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। অনেক ডালে ইহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। কলায়ের ডালে মাংসের সমান নাইট্রোজেন আছে। মটর, মসূর, খেঁসারি, বরবটি প্রভৃতি অনেক ডালে মাংস অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন পাওয়া যায়।*

বীরধাত্রী—'পান্না'। (১)

আহা কি নিঃস্বার্থভাব দেখালে জগতে!
'বীরধাত্রি'—ধন্যা তব 'বীরত্বে ধরণী।'
পরাণ পুতলি সেই অমূল্য রতন—
বিসর্জ্জন দিলা আজ কোন্ প্রলোভনে?

বীরনারী এ ভারতে হেরিব কি আর?
উদার নিঃস্বার্থ ভাব আছে কি এমন?
ধরিত্রী গাইবে যশ ধন্য ধন্য করি—
অনুদিন অনুক্ষণ—শয়নে স্বপনে।

স্মরি ও পবিত্র নাম ভারত রমণী—
পরহিত-মহাব্রতে কর প্রাণপণ;
দেখাও জগতে মহাপ্রাণের প্রতিভা,
বীরত্ব কাহিনী সবে শুনুক আবার।

এ মহাপ্রাণতা শুধু ভারতে সম্ভবে!
'প্রভুর' সেবায় সুখ স্বার্থ বলিদান
(অনাসক্ত অলৌকিক অপার্থিব যাহা)
কে কবে দেখেছে আর অবনী মাঝার?

সন্তানে সঁপিয়ে দিলা 'ঘাতকের' করে?
মায়ের পরাণ—কিরে পাষাণে গঠিত?
অটল—অচল—দৃঢ় যেন হিমাচল,
বিবেকের অনুরোধে,—কোমল হৃদয়!!!

* দুগ্ধ ও শস্যে যখন মাংসের সমান বা তদপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর পদার্থ আছে, তখন মাংসাহার (অন্ততঃ ভারতবর্ষে) অকারণ প্রাণি-হিংসা পাপের কারণ বলিয়া বোধ হয়।—বা, বো, প,।

(১) খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে মিবারের রাজ-সিংহাসন লইয়া ঘোরতর বিবাদ হয়। রাজা সংগ্রাম সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার দাসীপুত্র বন-বীর সিংহাসনঅধিকার করিয়া রাজ-ভ্রাতা বিক্রম-জিতের প্রাণসংহার করেন। ছয় বর্ষীয় রাজ-কুমার উদয় সিংহ তখন সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরা-ধিকারী। এই বালক নিদ্রিত, এমন সময় তাহার প্রাণ বধার্থ বনবীর শাণিত অস্ত্র লইয়া আসিতেছে, এই কথা তাঁহার ধাত্রী পান্নার কর্ণ-গোচর হয়। পান্না অবিলম্বে রাজপুত্রকে এক নাপিত দ্বারা স্থানান্তরিত করিয়া তাহার শয্যায় আপনার শিশু পুত্রকে শয়ান করিয়া রাখে। শত্রু আসিয়া ধাত্রীর সম্মুখে ধাত্রীপুত্রকে বিনাশ করে, ইহাতে রাজপুত্র ও রাজবংশ রক্ষা পায়।

ধন্য তুমি—বীরধাত্রি 'পান্না' ধরাধামে—
রাখিলা যে কীর্ত্তি আজ—অনন্ত অক্ষয়!
মৃতপ্রাণ বিশ কোটী ভারতসন্তান—
বুঝিবে কি সে মহত্ব—দেবের দুর্লভ?

কত নারী করিয়াছে আত্ম-বিসর্জ্জন—
পরহিতে, ইতিহাস করিছে বর্ণন;
কিন্তু সে অমূল্য নিধি—হৃদয়ের ধন,
জননী সন্তানে কোথা করেছে অর্পণ—
পরহিতে?

বলিতে রসনা কাঁপে,—বর্ণিতে লেখনী—
অবশ,—স্তম্ভিত মন—ভাবিয়ে অবাক!
কল্পনা অতীত—একি অলৌকিক ভাব—
অচিন্ত্য—মহান্,—হেরি তোমার
জীবনে?

কে দেখাবে এজগতে—মানসিক বল—
তেজস্বিতা,—দেখা'লে যা 'ভারতরমণী'?
দুর্ব্বল অসাড় মনে নহে সে আয়ত্ত,
বীরত্ব-বিহীন আজ ভারত সন্তান!!!

ব্রহ্মবাদিনীদিগের সমীপে নিবেদন।*

মাতৃগণ!

"কেন এত অচেতন চির জীবন, এত কেন অচেতন!" তোমরা কি জান না, যে যতই দেবত্ব, ততই মনুষ্যত্ব, যে পরিমাণে দেবত্বের জয়, সেই পরিমাণে পাশবতার ক্ষয়।" তোমরা কি ভাবিয়া দেখ, কীদৃশ উচ্চ ব্রত পালনোদ্দেশে তোমরা এ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছ? তোমরা কি সর্ব্বদা স্মরণ কর যে "উদ্যানে যেমন গোলাপ ফুল অধিক রমণীয়, মানব সমাজে সেইরূপ ঈশ্বর-প্রাণা ও পর-সেবিকা নারী অধিক মনোহারিণী?" তোমাদিগের চিন্তার পথে সতত ইহা কি উদয় হয় না, যে "যে পরিমাণে ঈশ্বর-সহবাস ভোগ ও পরোপকার সাধন, সেই পরিমাণে আমাদিগের জীবনের মূল্য নির্দ্ধারণ?" তোমরা কি দেখিতেছ না, যে তোমাদিগের বাহ্যিক গঠনে, কণ্ঠরবে ও প্রকৃতিতে কত কোমলতা রহিয়াছে? কিসের জন্য এত কোমলতা? ইহারই জন্য কি নয়, যে তোমাদিগের বাক্য মধুময় হয়; ব্যবহার স্নেহ, দয়া, ভক্তি, প্রেম ও শান্তিতে পূর্ণ হয়; এবং তোমাদিগের হৃদয়, মন, প্রাণ সদা আড়ম্বর বিনা পর-সেবা ও আত্মসুখ-বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পর-সুখ-সাধন, সত্য-পরায়ণতা, লজ্জাশীলতা, ধীরতা, ভক্ত-জীবনানুমোদিত সদ্ব্রত পালন, কষ্ট সহিষ্ণুতা, বিশ্বাস ও পবিত্রতা গুণে ভূষিত হয়? এ সমস্ত গুণই, বড় কোমল, বড় সুমধুর। কি কুমারী, কি সধবা, কি বিধবা সকলেরই ঐ সকল গুণ আদরণীয়, সকলেরই তৎসমুদয় পালনীয়।

* কোন শ্রদ্ধাস্পদ প্রাচীন ব্রহ্মপরায়ণ বন্ধুর লিখিত।

বৎসগণ! তোমাদিগের মধ্যে যাহারা সধবা, তাহারা কি জানে না, যে "আপনার স্বামীর সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য নানা কষ্ট সত্ত্বেও যে নারী জীবন ধারণ করেন, তিনিই সতীর মহৎগুণে ভূষিতা হইয়া ঐহিক ও পারত্রিক নানা সুখের কারণ" হন! কেবল পতিতে অনুরক্তা ও পতিব্রতা হইলেই, সে নারী সতীর পবিত্র জীবনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইলেন, ইহা মনে করা নিতান্ত ভ্রম। ঐ রূপ সদাচরণ বহুগুণবতী সতীর একটি মাত্র গুণ। যাহার সে গুণও নাই সে ঘোর পাপীয়সী, ও নারীকুলের অবমাননাকারিণী কলঙ্কস্বরূপা। তাহার মুখ দর্শন করিলে পাপ হয়। পতিব্রতা সতীর পবিত্র প্রেমাননেরই সঙ্গে শিশুর কোমল বদন ও ভক্তের ভক্তিপূর্ণ আস্যের তুলনা হয়। সতী-দর্শনে, সতীর সহবাস গুণে, সতীর অমৃতময় ভাষায়, সতীর পাক-কার্য্যাদির নিপুণতায়, সতীর ভক্তি, প্রেম, পবিত্রতা, বিশ্বাস, তিতিক্ষা ও আত্মসুখ-বিসর্জ্জনে সকলের হৃদয়, মন, প্রাণ পুলকিত ও কৃতার্থ হয়। যে খানে সতীর বাস সেই স্থানে স্বর্গের ভাব প্রকাশিত হয়। সতীর গৃহবাসীরা, সতীর প্রতিবেশীরা সতীর আত্মীয়গণ সকলেই সুখী হন, সকলেই তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হন। সতীর মত সতী হইতে পারিলে জীবন সার্থক হয়। পতির ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের জন্যই সতীর জীবন। পতির মত তাঁহার আর কেহ নাই, পতি সম প্রিয় তাঁহার আর কেহ নাই। সন্তানাপেক্ষা স্বামী তাঁহার অধিকতর প্রিয়। সতীর সদ্গুণ এত অধিক যে তাহার প্রভাবে তাঁহার ভর্ত্তার জীবন ঈশ্বর-প্রেম ও পবিত্রতার দিকে প্রধাবিত হইতে থাকে। তখন তাঁহারা দুই জনে একপ্রাণ হইয়া ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে থাকেন, তখন সতী যথার্থই তাঁহার পবিত্র জীবনের সহচরী হন। সতীর এই আদর্শ-জীবনানুসারে কি তোমাদের দেহ-মনঃপ্রাণ পরিচালিত হইতেছে?

ব্রহ্মবাদিনীগণ! তোমরা ব্রাহ্মিকা হইয়াছ বলিয়া তোমরা বড় উচ্চ পদস্থ হইয়াছ, তোমাদিগের উপর সাতিশয় গুরুভার পড়িয়াছে। চতুর্দ্দিক হইতে খর দৃষ্টি তোমাদিগের উপর নিক্ষিপ্ত হইতেছে। তোমাদিগের সদ্গুণাপেক্ষা দোষই অধিকতর আন্দোলিত হয়। ইহাতে মঙ্গলময়ের মঙ্গলাভিপ্রায়ই প্রকাশ পাইতেছে। তোমরা যত লোক-শাসনে দোষবিহীনা হইতে থাকিবে, ততই তোমাদিগের মঙ্গল, ও তোমাদের দেখাদেখি অপরাপর ভ্রাতা ও ভগিনীদিগের যথেষ্ট মঙ্গল হইবেক। যেখানে সদ্দৃষ্টান্তের ফল যত অধিক, সেই খানে অসদাচরণের ফল তদপেক্ষা অধিকতর অমঙ্গলোৎপাদক। ঈশ্বরের এই মঙ্গল বিধান তোমরা বিস্মৃত হইও না। তোমরা ব্রহ্মকন্যা, তোমরা তোমা-

দিগের সেই নিত্য পিতার উপযুক্ত সন্তান হও। তোমরা ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মিকা হইতে দেবীর উচ্চ আসনে আসীনা হও। তোমরা যেরূপ নানা কষ্ট সহ্য করিয়া তোমাদিগের শিশু সন্তানগণের প্রতি স্নেহ দয়া প্রকাশ কর, সেই রূপ যত দিন তোমরা তোমাদিগের নিকৃষ্ট জীবন দেব-জীবনের অধীন করিতে না পার; যত দিন তোমরা পর-সেবা-ব্রতানুষ্ঠানে যত্নবতী না হও; যত দিন তোমরা মধুর-ভাষিণী হইতে অভ্যাস না কর; যত দিন তোমরা শরীরের বেশ-ভূষার অপেক্ষা আত্মার বেশ-ভূষার (অর্থাৎ পবিত্রতা বিশ্বাস ও জ্ঞান-প্রেমের) প্রতি অধিকতর যত্নশীল না হও; যতদিন তোমরা ঈশ্বর-প্রাণা না হও; তত দিন তোমরা সতীর উচ্চ আসনে আসীনা হইতে সমর্থ হইবে না, তত দিন তোমরা ব্রহ্মবাদিনীর উন্নত পদ মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিবে না। লোকে তোমাদিগেরই নিকট হইতে সকল ব্রহ্ম-সন্তানের প্রতি, জাতি, বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে, সমান ব্যবহার প্রত্যাশা করে। এ আশা অপূর্ণ হইবার কারণ যেন তোমরা নিজে নিজে হইও না। যে দেশে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি পূজনীয়া দেবীগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তোমরা কি সেই দেশের নারী হইয়া সতীর উচ্চ ও পবিত্র আসনে আরোহণ করিবার জন্য প্রাণপণে যত্নশীলা হইবে না?

মাতৃগণ! স্বদেশীয় বিদ্যাপেক্ষা পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রতি এখন তোমাদিগের অধিকতর দৃষ্টি পড়িয়াছে। ঐ দ্বিবিধ বিদ্যালাভের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও যে সেই জ্ঞানময়ের জ্ঞান বিনা জ্ঞানের তৃপ্তি ও সার্থকতা কখনই হয় না। তাঁহার দর্শন লাভ করাই আমাদিগের সকল জ্ঞানের চরম ফল। "কি হবে সে জ্ঞানে, যাতে তোমারে না পাই" এই মহাবাক্যের গভীর মর্ম্ম সদা হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য যত্নবতী হইও। তোমরা যত চিন্তা, আরাধনা ও প্রার্থনা-পরায়ণা হইবে, যতই তোমরা মনঃপ্রাণ তাঁহাতে সমাধান করিবার অভ্যাস করিবে, ততই তোমরা তাঁহার জ্ঞান লাভে সমর্থ হইবে।

কেবল পুস্তক পড়িলে চলিবে না; গ্রন্থাধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা, আরাধনা ও প্রার্থনারূপ উপায়ত্রয় অবলম্বন করিতে হইবে। যতই ঐ তিন পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে, ততই দেখিবে যে সত্যের আলোক তোমাদের জ্ঞানে প্রতিভাত হইতেছে। তখন সেই সত্য স্বরূপের বাণী তোমাদিগের অন্তরে শুনিতে পাইবে। তখন তাঁহার জ্ঞানালোকে তোমাদিগের জ্ঞান উজ্জ্বল হইবে; তখন তাঁহার অভ্রান্ত জ্ঞানের উপর তোমরা নির্ভর করিয়া জীবনের পথে চলিতে থাকিবে; তখন তিনি তোমাদিগকে নিরাপদে তাঁহার সত্যের দিকে

লইয়া যাইবেন। আর তোমাদিগের ভয়, ভাবনা, ভ্রম, বা প্রমাদ থাকিবে না।

(ক্রমশঃ)

কুমারী ম্যানিঙ।



বিগত জানুয়ারি মাসের প্রারম্ভে জাতীয় ভারত সভার সম্পাদিকা মাননীয়া শ্রীমতী কুমারী ই, এ, ম্যানিঙ অত্র কলিকাতা মহানগরীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে তিনি বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি ভারতের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান প্রধান স্থান সকল পরিদর্শন করেন। জাতীয় ভারত সভার একটী প্রধান কার্য্য এই যে, ভারতবর্ষীয়া মহিলাগণের শিক্ষা ও জ্ঞানোন্নতির জন্ত বিশেষ ভাবে চেষ্টা করা। প্রাতঃস্মরণীয়া মেরী কারপেণ্টার এই সভা সংস্থাপন করেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর, কুমারী ম্যানিঙ সেই সভার সমস্ত কার্য্যভার নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া এতাবৎ কাল অতি যত্নের সহিত তাহা সুসম্পাদন করিয়া আসিতেছেন, এবার তিনি নিজে ভারতের নারীগণের অবস্থা দর্শনার্থে এদেশে আসিয়াছেন। এই প্রবীণা

ইংরেজমহিলা নিজের নানা প্রকার অসুবিধা ও ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া এখনও ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতেছেন। আমরা তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া পরমাপ্যায়িত হইয়াছি। আমরা অল্প কথায় এই শ্রদ্ধেয়া বৃদ্ধার গুণাবলী বর্ণনা করিতে অসমর্থ। তবে সংক্ষেপে তাঁহার বিষয় কিছু বলিতেছি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এদেশে মহিলাগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি বিশেষ যত্ন করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশীয় সুপরিচিত গ্রন্থকার দ্বারা যখনই কোন স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক রচিত হয়, ইহাঁদের সভা কর্ত্তৃক সে রূপ পুস্তক পুরস্কৃত হইয়া থাকে। ইহাঁরা এইরূপে অনেকগুলি পুস্তকের উপর পুরস্কার দিয়াছেন। যে সকল ভারত-যুবক বিদ্যা শিক্ষার্থে ইংলণ্ডে গমন করেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের সহিত ইনি নিজে সাক্ষাৎ করেন, এবং যাহাতে তাঁহারা সৎসঙ্গে বাস করিয়া ইংলণ্ডের নানা প্রকার কুশিক্ষা ও কুভাবের হস্ত হইতে রক্ষা পান, তাহার চেষ্টা করিয়া থাকেন। লণ্ডনে কোন নবাগত ব্যক্তি কোন ভারতবাসীর সন্ধান না পাইলে, যদি কুমারী ম্যানিঙের নিকট যান, তখনই তাঁহার সন্ধান পাইবেন। এই একটী ঘটনা হইতেই আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে ইনি আমাদের পরম আত্মীয়া। যখন ইনি সেই বিদেশে আমাদের অরক্ষিত যুবকগণের জননীর ন্যায় তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন, তখন ইহাঁকে বাস্তবিকই আমাদের পরমাত্মীয়া বলা উচিত। কুমারী ই, এ, ম্যানিঙ, মিস্ কারপেণ্টারের ন্যায় আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধা ভক্তি এবং প্রীতির পাত্রী, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

অনেক সময়ে ইহাঁর যত্নে জাতীয় ভারত সভায় গৃহে ইংরেজ ও ইংলণ্ড প্রবাসী ভারতবাসীগণের সম্মিলন হইয়া থাকে। তাহাতে এমন সকল উপায় অবলম্বিত হয় যাহাতে এই উভয় দেশের লোকদের মধ্যে সদ্ভাব বৃদ্ধি হয়, এবং পরস্পর পরস্পরের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, মনের ভাব ও রুচি, আচার ও ব্যবহার বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন। কুমারী ম্যানিঙ এইরূপে লণ্ডন নগরে বাস করিয়া আমাদের হতভাগ্য দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন। কলিকাতায় পদার্পণ করিতে না করিতে, তাঁহার আগমন বার্ত্তা চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। এখানে আসিয়া তিনি বারিষ্টার শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ, বারিষ্টার ও জমিদার শ্রীযুক্ত প্যারীলাল রায়ের গৃহিণী শ্রীমতী ললিতা রায়, এবং শ্রীযুক্ত আমীর আলীর আতিথ্য গ্রহণ করেন।

সর্ব্ব প্রথমে শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ মহাশয়েরর পার্ক ষ্ট্রীটস্থ ভবনে কুমারী ম্যানিঙের অভ্যর্থনার জন্য এক সান্ধ্য সমিতি হয়। তাহাতে আমাদের পরিচিত অনেকগুলি পুরুষ এবং মহিলা

উপস্থিত ছিলেন। তৎপরে কলিকাতায় যে সখীসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার সভ্যগণ একত্র হইয়া এক দিন তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। শ্রীহট্ট সম্মিলনীর দ্বাদশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে আলবার্ট হলে যে সভা হইয়াছিল, তিনি তথায় উপস্থিত থাকিয়া সভার সমস্ত কার্য্য দর্শন করেন এবং বিশেষ আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক সংক্ষেপে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করেন। শ্রীহট্ট সম্মিলনী হইতে শিশু-পালন সম্বন্ধে কোন মহিলা উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিতে পারিলে তাঁহাকে তিনি ১০৲ টাকার এক পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। জাতীয় ভারত সভার বঙ্গীয় শাখার সাম্বৎসরিক অধিবেশনের দিন তিনি ছোট লাট বাহাদুরের বেলভেডিয়ার রাজভবনে উপস্থিত ছিলেন এবং কিরূপে ইহার কার্য্য চালাইলে এদেশের অধিকতর কল্যাণ হইতে পারে, সে সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়াছিলেন। বরাহনগর বালিকা বিদ্যালয় ও মহিলা বোর্ডিং স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে মাননীয়া লেডী বেলী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কুমারী ম্যানিঙ সে দিন সেখানে উপস্থিত থাকিয়া উক্ত অনুষ্ঠানের সহিত তাঁহার অন্তরের গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন, এবং বরাহনগরের বালিকা বিদ্যালয় ও মহিলা বোর্ডিং স্কুলে উৎসাহ দিবার জন্য ১০ পাউণ্ড (প্রায় ১৫০ শত টাকা দান) করেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় অনেকগুলি বন্ধু বান্ধবে সমবেত হইয়া একদিন তাঁহার নিজ ভবনে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন। এখানে কুমারী ম্যানিঙ প্রত্যেকের সহিত অতি আগ্রহের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন, এবং লণ্ডন ও ইংলণ্ড সম্বন্ধে যিনি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রত্যেক কথার অতি সন্তোষজনক উত্তর দেন।

বঙ্গমহিলা সমাজের মহিলারা একত্র হইয়া তাঁহাকে এক অভিনন্দন পত্র এবং আগ্‌রার প্রস্তরনির্ম্মিত এবং নানা প্রকার কারুকার্য্য খচিত এক খানি রেকাবী উপহার দেন। অভিনন্দন পত্রের প্রত্যুত্তরে তিনি বিশেষভাবে এই সকল সদ্ভাব প্রকাশের জন্য কৃতজ্ঞতা জানান এবং বিশেষ উৎসাহের সহিত বঙ্গমহিলা সমাজের কার্য্য চালাইতে অনুরোধ করেন।

বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলায় স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বিধানের জন্য এক একটী সম্মিলনী আছে। মধ্য বাঙ্গালা সম্মিলনীর উদ্যোগে প্রায় সমস্ত সম্মিলনী একত্র হন এবং সকলে সমবেত হইয়া কুমারী ম্যানিঙকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন এবং একটী পুষ্প স্তবকাধার উপহার দেন। সেই রৌপ্য পাত্রে (flower vase) সমস্ত সম্মিলনী গুলির নামাঙ্কিত আছে। তাহাতে লিখিত আছে—ত্রিপুরা হিতসাধিনী, বাখরগঞ্জ

হিতসাধিনী, শ্রীহট্ট সম্মিলনী, বিক্রমপুর সম্মিলনী, যশোহর খুলনা সম্মিলনী, ফরিদপুর সুহৃদ সভা, ময়মনসিং সম্মিলনী, মধ্যবাঙ্গালা সম্মিলনী, পশ্চিম ঢাকা হিতকরী এবং পাবনা সম্মিলনীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির চিহ্ন।

ঐ সকল সম্মিলনীর নামে যে সভা আহূত হয়, সেখানে সহরের এবং অন্যান্য স্থানের বহু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মাননীয় জষ্টিস রমেশচন্দ্র মিত্র, বাবু প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার, বাবু আনন্দ মোহন বসু, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু রজনীনাথ রায়, ডাক্তার পি, কে, রায় প্রভৃতি অনেক গণ্য মান্য লোক সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রামতনু লাহিড়ী মহাশয় শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন সিটি কলেজের ত্রিতল গৃহে উঠিতে অসমর্থ বলিয়া সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন।

এই সকল অনুষ্ঠান আমাদের দেশীয় লোকের যত্নে হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন তিনি নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অনেক সংবাদ নিজে সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে আমরা বরাহনগর বোর্ডিং স্কুল, সিটী কলেজ, বেথুন কলেজ ও মেডিকেল কলেজ পরিদর্শন করার সংবাদ অবগত হইয়াছি। বরাহনগর বোর্ডিং স্কুলের মহিলাদের জন্য তিনি নিজব্যয়ে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর দ্রব্য উপহার দিয়াছেন সিটী ও বেথুন কলেজের উন্নতিতে তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। মেডিকেল কলেজে রোগীদের অবস্থা, তাহাদের থাকিবার বন্দোবস্ত সমস্ত দেখিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন যিনি যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন, বিশেষ যত্নের সহিত তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া নানা বিষয়ে আলাপ করিয়াছেন।

ইহাকেই বলে জীবনের সার্থকতা। তাঁহার পঞ্চাশ বৎসরের অধিক বয়স হইয়াছে, অথচ কেমন উৎসাহ ও উদ্যম! কেমন কার্য্যতৎপরতা! কেমন কাজের শৃঙ্খলা!! এ সকল দেখিলে ও তাঁহার সহিত আলাপ করিলে প্রাণ জুড়ায়, জীবনের মূল্য বুঝিতে পারা যায়, আমরা এ সংসারে কি করিতে আসিয়াছি, আর কি করিলে ভাল হয়, এ সকল অতি সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। আমরা পরমেশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ হৃদয়ে এই প্রার্থনা করি যেন এই ধর্ম্মপরায়ণা ও সেবাপ্রিয়া রমণীরত্ন তাঁহার কৃপায় সুস্থশরীরে ও নিরাপদে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র লণ্ডন নগরীতে পৌঁছিতে পারেন এবং এখনও বহুকাল জীবিত থাকিয়া আমাদের কল্যাণ সাধন করিতে সমর্থ হন।

টোট্‌কা ঔষধ।

ভারতের দুর্ভাগ্যক্রমে, কালের অচিন্তনীয় প্রভাবে, আমরা ক্রমে ক্রমে আমাদের পূর্ব্ব রত্নগুলি হারাইতেছি। আমাদের অনেক মূল্যবান বস্তু আমরা হারাইয়াছি, কিন্তু চেষ্টা করিলে এখনও দুই একটা রক্ষা করিতে পারি। স্ত্রীলোকেরা যত্নশীলা হইলে কয়েকটি ভাল বিষয় বজায় রাখিতে পারেন। আমাদের দেশের পূর্ব্বকার বৃদ্ধা গৃহিণীরা অনেক গাছ গাছড়া চিনিতেন, অনেক প্রকার রোগের অনেক প্রকার টোট্‌কা ঔষধ মুখে মুখে মুখস্থ রাখিতেন। তাঁহাদের খাতা পত্র ছিল না, তাঁহারা লেখা পড়া জানিতেন না, কিন্তু অনেক ঔষধ কণ্ঠস্থ রাখিতে পারিতেন। গৃহের স্থান বিশেষে হাঁড়িতে তাঁহারা ফুল ফল মূল পাতা শুকাইয়া রাখিতেন এবং আবশ্যক হইলে স্বহস্তে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া তাহা প্রয়োগ করিতেন। এখন দেশীয় চিকিৎসার আদর কমিয়াছে, সংস্কৃত বৈদ্যক শাস্ত্রে আস্থা নাই, সুতরাং গাছ গাছড়া গুলিরও নাম ভুলিয়া গিয়াছি। এখন একটী ছোট বালকেরও মাথা ধরিলে আমরা ডাকিতে লোক পাঠাই, কিন্তু দেশীয় টোট্‌কা ঔষধে অনেক রোগের আশু উপকার হয় অথচ সময়, ক্লেশ এবং পয়সা বাঁচে একথা আমরা সহজে বুঝি না। যে দেশে যাহার জন্ম, ঈশ্বর সেই দেশেই তাহার রোগেরও ঔষধ রাখিয়া দেন, ইহা আমাদের জানা উচিত। বামাবোধিনীর পাঠিকা মহাশয়ারা একথা বুঝিতে পারিবেন কি? যাহাই হউক, এখন যেরূপ কাল পড়িয়াছে, তাহাতে শিখাইয়া না দিলে আর স্ত্রীলোকে শিখিবে না। আমরা এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়া কতকগুলি উপকারী টোট্‌কা ঔষধের বিবরণ দিব। পাঠিকারা এ গুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, আমরা ইহাদের পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া সুফল প্রাপ্ত হইয়াছি। বর্ত্তমান প্রস্তাবে কতকগুলি ঔষধ ব্যক্ত করা গেল।

বৃশ্চিক দংশন।—বিছা কামড়াইলে বড় যাতনা হয় এবং কখনও কখনও দুই তিন দিন পর্য্যন্ত বেদনা ও যন্ত্রণা থাকে। বৃশ্চিক দংশন করিয়াছে জানিতে পারিলে, ক্ষুদ্র হুনে (ক্ষুদ্র হুনীয়া) নামক তৃণ দষ্ট স্থানে ঘসিয়া দিলে যন্ত্রণা তন্মুহূর্ত্তে লোপ পায়। ক্ষুদে হুনে অতি ক্ষুদ্রজাতীয় শাক, সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়, এবং অনেকে পাক করিয়া শাকের মত ইহা খাইয়া থাকে।

অর্শ।—গাঁদা ফুলের গাছের পাতা ঘৃতে উত্তমরূপে ভাজিয়া অন্ততঃ তিন সপ্তাহ প্রাতঃকালে খাইতে হইবে। পরিমাণ এক তোলার ন্যূন না হয়। মলত্যাগ করিবার পরে উষ্ণ জলে শৌচকরা আবশ্যক। অধিক দিনের অর্শ

হইলে, উক্ত পাতা কাঁচা অবস্থায় বাটিয়া তিন সপ্তাহ যথা স্থানে প্রলেপ দিবে।

প্লীহা যকৃৎ।—উষ্ট্রের মূত্র এক ছটাক পরিমাণে ৭ দিন প্রাতে এবং এক ছটাক শীতলজলে ২০ বিন্দু আকন্দ গাছের দুগ্ধ সন্ধ্যায় খাইলে প্রবল প্লীহা ও যকৃৎ অদৃশ্য হইয়া যায়। মৎস্য মাংস ও দুগ্ধ নিষিদ্ধ। শাক ও অম্বল না খাইলে ভাল হয়।

ছুলী—চুলী বা ছুলী বশতঃ অনেককে অনেক সময়ে কষ্ট পাইতে হয়, ইহা এক প্রকার চর্ম্মরোগ, ইহার দ্বারা শরীরকে বিবর্ণ ও কদাকার করে। ছুলী হইলে আশশ্যাওড়ার বীজ জল দ্বারা চন্দনের সহিত বাটিয়া ৭ দিন প্রলেপ দিলে ভাল হয়।

হিক্কা—ময়ূরের পুচ্ছ ভস্ম করিয়া গলায় দিলে অথবা নারিকেল জলে মুড়ি ভিজাইয়া ঐ জল খাইলে হিক্কা তদ্দণ্ডে প্রশমিত হয়।

রাত্র্যন্ধতা—রাৎকাণা এক আশ্চর্য্য প্রকারের পীড়া, অনেক সবল যুবা পুরুষেরও ইহা হইয়া থাকে, কেন যে ইহা হয়, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। স্তন্যদুগ্ধে হরিতকী ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে ৫ দিন রাত্রে অঞ্জন দিবে এবং পানের রসের সহিত কোমল বটপত্র বাটিয়া চক্ষুর চারি পার্শ্বে ৫ দিন প্রাতে প্রলেপ দিবে। ইহাতে ঐ পীড়া নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিবে।

মথাধরা—ঘোলাগাছের মূল বাটিয়া মাথার দুই পার্শ্বে লাগাইয়া দিবে, বাঁটিবার সময় জল মিশাইওনা। এই মূল বরফের ন্যায় শীতল। পুকুরের ধারে ঘোলা পাওয়া যায়, ইহা এক প্রকার লতা, শতমূলীর ন্যায় আকার।

নূতন সংবাদ।

১। লণ্ডন কাউন্ট কাউন্সিলে ৩ জন রমণী সভ্য মনোনীত হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম—বিবী সান্ধর্ষ্ট, বিবী মানুসফিল্ড ও কুমারী কবডেন।

২। মহারাণী বিক্‌টোরিয়া কুচবিহারের কুমার বিক্‌টর নিত্যেন্দ্র নারায়ণের ধর্ম্ম মাতা, এই বালকের জন্ম নিজের নাম খোদিত এক রৌপ্য পাত্র কুচবিহার, মহারাণীর নিকট উপহার পাইয়াছেন।

৩। লণ্ডনের রাস্তায় ২।৩ বৎসর হইল এক প্রকার সচল বাক্‌স চলে, তাহাতে একটী পেনী ফেলিয়া দিলে দেশলাই বাক্‌স ও মিষ্টান্ন পাওয়া যায়—এখন বাক্‌স হইতে বড় বড় লোকের ছবিও পাওয়া যায়। যে এক পেনী দিবে, বাক্‌স তাহারই ফটো তৎক্ষণাৎ দিবে, এমন কৌশলও হইয়াছে।

৪। মহারাণীর গৃহে রন্ধন ও আলোক দান জন্য বর্ষে ৮৫০০০ পাউণ্ড ব্যয় হয়।

৫। ২৭এ ফেব্রুয়ারি মহাসমারোহে রেঙ্গুণ ম্যাণ্ডালে রেলওয়ে খুলিয়াছে।

৬। গত ১লা জানুয়ারি জয়নগর উত্তরপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক দান সম্পন্ন হয়। বৎসর বৎসর এতদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে অনেক দেশহিতৈষী ও কৃতবিদ্য লোকের সমাগমে মহা সমারোহ হয়, এ বৎসরও সেইরূপ হইয়াছিল।

৭। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্রের পৌত্র জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র লণ্ডনে রোমীয় আইন পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রধান হওয়াতে ১০০ গিনি পারিতোষিক পাইয়াছেন।

৮। লেডী ডফারিণ ফণ্ডের সহায়তার জন্য সকের বাজার হইয়া কলিকাতায় ৭ হাজার ও বোম্বাইয়ে ৪০ হাজারের অধিক টাকা উঠিয়াছে।

৯। ময়মনসিংহের রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী ২৫৲ হাজার টাকা ব্যয়ে ময়মনসিংহ নগরে এক টাউনহল ও পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াছেন।

১০। কলিকাতার বাবু নৃসিংহ আঢ্য হরিপাল হইতে চাঁপাহাটী পর্য্যন্ত এক রাস্তা নির্ম্মাণার্থ ১৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

বামা রচনা।

কে তুমি?

বসিয়া শাখার পরে,
অমৃত বর্ষণ ক'রে,
ললিত পঞ্চম তানে,
কে তুমি ঢালিছ প্রাণে,
মধুময় সুধাস্বরে সঙ্গীত লহরী? (১)

মনোহর কুঞ্জ বনে,
ললিত মধুর স্বনে,
পাদপ উপরে থেকে,
ক্ষণে ক্ষণে উঠ ডেকে,
কেনরে মানব মন বিমোহিত করি? (২)

পরিয়া কুসুম সাজ,
হাসি যবে ঋতুরাজ,
দেখা দেন ধরাধামে,
তুমিও পুলক প্রাণে,
ধর গো বসন্ত-সখা সঙ্গীত মোহন? (৩)

কার দূত তুমি পাখি?
পাদপ উপরে থাকি,
পাগল করিয়া প্রাণ,
ধরি কুহু কুহু তান,
জানাও জগত জনে মধু আগমন! (৪)

চুম্বিয়া কুসুমগণে,
বায়ু প্রেমানন্দমনে,
স্বন্ স্বন্ স্বনে ধীরে,
গাইছে সুখ অন্তরে,
তব আগমনী গান বিহঙ্গম বর; (৫)

তুমি যে কেমন, আহা!
তুমি ত জাননা তাহা,

কোমল অন্তরে তব
নাহি কর অনুভব
শীত গ্রীষ্ম জালা কভু বিমল অন্তর; (৬)

যেখানে বসন্ত যায়
ভ্রম, তারি সনে, হায়!
পাখীরে বুঝিতে নারি,
পথ প্রদর্শন কারী,
বসন্তের সনে সদা কে হয় তোমার? (৭)

স্বাধীন আনন্দ মনে,
বেড়াও গগনে বনে,
অধীনতা দুঃখ পাখি,
জাননা ত, চির সুখী
তোমার মতন নাহি বিপুল ধরায়; (৮)

কি অসীম পুণ্যবলে,
আসিয়াছ ধরাতলে
এত সুখ, শান্তি নিয়ে,
মোহিতে মানব হিয়ে
দেখাইয়ে,স্বাধীনতা কি মহারতন; (৯)

সাধ হয় তব সনে
বেড়াই সানন্দ মনে,
গেয়ে গেয়ে নীলাম্বরে,
আজীবন সুখ ভরে,
ত্যজি এই অসুখের মানব জীবন; (১০)

সুখের ত্রিদিব হতে,
এসেছ কি এ ভারতে,
দেখিবারে অধীনতা,
শোকাশ্রু হৃদয় ব্যথা,
জাননাবে জ্বালা কভু কোমল অন্তরে? (১১)

তোর ও মোহন গানে,
ওই সুমধুর তানে,
স্বপ্নময়ী সুখ স্মৃতি,
অতীতের কেন নিতি,
জাগিয়া উঠেরে মোর বিমুগ্ধ অন্তরে? (১২)

এমনি উষার কোলে
বন ফুল দুলে দুলে,
যখন সমীরে ধীরে,
হাসিত তরুর শিরে,
তুলিবারে যাইতাম পুলক হৃদয়ে, (১৩)

কাঁপাইয়া নীলাম্বর,
তোর ওই সুধাস্বর,
মিশিত কানন কোলে
অনন্ত জগত ভুলে,
কি জানি কি ভাবিতাম নীরবে দাঁড়ায়ে, (১৪)

তোর সে তেমনি প্রাণ,
আজ (ও) আছে সেই গান,
সুধুই হৃদয় মোর
কেন সে ভাবেতে ভোর
নাই এবে,হয়ে গেছে কেনরে এমন? (১৫)

আরত তেমনি ক'রে,
খুঁজিনে কাননে তোরে;
দিনে দিনে কেন নর,
হয় রে এমনতর?
তোর মত এক ভাবে থাকেনা জীবন; (১৬)

স্মৃতিটুকু সুধু হায়।
থাকে প্রাণে স্বপ্ন প্রায়!
কে তুমি, হৃদয় খুলে,
সে স্মৃতি দাও গো তুলে,
কালের সমাধিতলে আছে যা লুকান। (১৭)

শ্রীপ্রমীলা বসু।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৯১ সংখ্যা } চৈত্র ১২৯৫—মার্চ্চ ১৮৮৯। { ৪র্থ কল্প ২য় ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

১। এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বিএ ১১৬৮ এফ এ ২৪৮১ এবং এণ্ট্রান্স ৫৯৩০ হইয়াছে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের জন্য এলাহাবাদে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াও পূর্ব্ব বর্ষ অপেক্ষা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২২২৫ বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহাতে দেশে বিদ্যা শিক্ষার উন্নতির বেশ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

২। বড়লাট ল্যান্সডাউন আগামী ২রা এপ্রেল সপরিবারে কলিকাতা পরিত্যাগ করিবেন। তিনি উত্তর পশ্চিম ও লক্ষ্ণৌ হইয়া সিমলায় যাইবেন।

৩। বহরমপুরের রাণী স্বর্ণময়ী দেবীর সংস্কৃত টোলের কার্য্য সুন্দররূপে চলিতেছে। তিনি ইহার জন্য প্রশস্ত ভূমিখণ্ড সহিত এক বৃহৎ দ্বিতল বাটী ক্রয় করিয়া বহু টাকা ব্যয়ে তাহার মেরামত সম্পন্ন করিয়াছেন। ইহাতে ছাত্রদিগের বাসের বন্দোবস্ত হইয়াছে এবং হাজার টাকার সংস্কৃত পুস্তক ক্রয় করিয়া একটী পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে।

৪। গত ২৬এ ফাল্গুন ছোটলাট পত্নী ইটালীর বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রীগণকে পারিতোষিক বিতরণ করিয়াছেন। এ বিদ্যালয়ে স্ত্রীশিক্ষাকার্য্য অতি উৎকৃষ্টরূপে সম্পন্ন হইতেছে।

৫। কলিকাতার সহরতলী সকল

ইহার সহিত সংযুক্ত হইয়া ইহার আকার দ্বিগুণেরও অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন ইহা ২৫টী মিউনিসিপাল বিভাগে বিভক্ত হইল। মহা ধুমধামের সহিত নূতন মিউনিসিপাল কমিসনর সকল মনোনীত হইয়াছেন।

৬। সারদাশ্রম—আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম পণ্ডিতা রমাবাই সারদাশ্রম নামে আশ্রম খুলিয়াছেন এবং ৫০টী হিন্দুবিধবা ইহাতে প্রবেশার্থিনী হইয়াছেন। একজন আমেরিকান মহিলা ইহার প্রধান শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিবেন। আমেরিকার বোষ্টন নগরের কমিটী ১০ বৎসরের জন্য বার্ষিক ১০ হাজার টাকা করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এই আশ্রম অনাথা হিন্দুবিধবাগণের জন্য স্থাপিত হইলেও সধবা ও কুমারীগণও এখানে শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন। ইংরেজী, মারহাট্টী, গুজরাটী ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইবে।

৭। স্ত্রীজাতির প্রভাব—কলঙ্কিত চরিত্র প্রসিদ্ধ ডিল্কে সাহেব লণ্ডন কাউন্টী সভার সভ্য হইবার যোগাড় করিয়াছিলেন। লণ্ডনের রমণী মণ্ডলী এই সংবাদ পাইয়াই এরূপ তীব্র প্রতিবাদ করেন যে সভ্য তালিকা হইতে তাঁহার নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে।

৮। আফ্রিকার নৈয়াঞ্জা হ্রদের তীরে অকা নামে এক জাতীয় মনুষ্য আছে তাহারা দীর্ঘে ৪ ফিটের অধিক হয় না।

৯। ঝান্সি গোয়ালিয়র রেলওয়ে গত ১লা মার্চ্চ খুলিয়াছে।

১০। আমেরিকার বাড়ী সরাইবার সংবাদ পাঠিকাগণকে আমরা পূর্ব্বে অবগত করিয়াছি। সম্প্রতি ৪৮০ফিট দীর্ঘ ও ২০০ ফিট প্রশস্ত এক পাঁচতালা প্রকাণ্ড হোটেল স্থানান্তরিত করা হইয়াছে, অথচ তাহার একটু চুণও খসে নাই !!

১১। গত ৭ই চৈত্র স্পেন্সার পার্শিবাল গড়ের মাঠে লক্ষ লক্ষ লোকের সম্মুখে বেলুনে চড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যান। তিনি ১৩, ১৪ হাজার ফিট উর্দ্ধে উঠিয়া টাকীর নিকট একস্থানে নির্ব্বিঘ্নে নামিয়াছিলেন। ৩ দিন পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন।

১২। চিনের আশ্চর্য্য মাতৃভক্তি—চিনের কোন পরিবারে মাতৃবিয়োগ হওয়াতে অর্থাভাবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। ইহাতে দুটি সহোদর দাস রূপে বিক্রীত হইবার জন্য রাস্তায় রাস্তায় ফিরিয়াছিল। ক্রেতা অনুগ্রহপূর্ব্বক দুইজনের মধ্যে যাহাকে মনোনীত করেন ক্রয় করিয়া তাহার মূল্য অপরের হস্তে দেন এই তাহাদের প্রার্থনা।

১৩। এডিসন নামক একজন আমেরিকান দুইমাস মাত্র বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া জননীর যত্নে ও আপনার চেষ্টায় সুশিক্ষিত হইয়া জগবিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি ফনোগ্রাফের সৃষ্টি করিয়া তারের খবর আদান প্রদানের যুগান্তর ঘটাইয়াছেন। তিনি সিগ-

নাগারের কার্য্য করিতে করিতে রাত্রে টেলিগ্রাফ শিখিতেন।

১৪। মুরসিদাবাদে একটী প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে, প্রথম দিনে ১০ হাজার দর্শক উপস্থিত হন। হস্তিদন্তের কাজ, রেশম, ধান্য প্রভৃতির প্রাদর্শন হইতেছে।

১৫। পুনার রাজা যতিসিং পুত্রের বিবাহোপলক্ষে কাশ্মীর এটকিন্স কলেজের পুস্তকালয়ে ৫০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

১৬। ত্রিবঙ্কুর গবর্ণমেন্ট শিল্প শিক্ষার উন্নতির জন্য বর্ষে ২১০০০ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন।

১৭। কুচবিহারের বৃদ্ধা মহারাণী যিনি বর্ত্তমান মহারাজার পিতামহী ছিলেন, গত ২৬শে ফাল্গুন বিসূচিকা রোগে কাশী প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহারাজের নাবালক অবস্থায় তিনি রাজকার্য্যে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়া গবর্ণমেণ্টের সুখ্যাতিভাজন হইয়াছিলেন।

১৮। আমেরিকার একজন লোক বায়ুপূর্ণ জুতা পায় দিয়া হডসন হ্রদের উপর ১৫০মাইল হাঁটিয়া গিয়াছে। প্রতি দিন ২৪ মাইল করিয়া চলিয়াছিল।

১৯। গত ২৩এ ফেব্রুয়ারী লেডী ডফরিণ অসবরন্ প্রাসাদে ইংলণ্ডেশ্বরীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। মহারাণী ও তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা জর্ম্মণ সম্রাজ্ঞী বিশেষ সমাদরের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করেন।

২০। 'সীতা ও দময়ন্তী' বিষয়ে যে মহিলা সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা লিখিবেন, তিনি আগামী বর্ষে বাবু ব্রজমোহন দত্তের প্রদত্ত ৪০ টাকা পারিতোষিক পাইবেন।

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ।

বৈদিক কাল।

২৪—ঘোষা।

কলি নামক স্তবকারী জরাজীর্ণ হইয়াছিলেন, আপনারা তাঁহাকে পুনরায় যৌবনাবস্থা প্রদান করিয়াছিলেন। বন্দনকে আপনারাই কূপ হইতে উদ্ধার করেন। আপনারাই ছিন্নচরণা বিশ্পলাকে লৌহ-পদ দিয়া তদণ্ডেই চলিবার ক্ষমতা দিয়াছিলেন। রেভকে যৎকালে অরাতিরা মুমূর্ষু করিয়া রাখিয়াছিল, আপনারাই তখন তাহাকে ত্রাণ করেন। অত্রি ঋষি, সপ্ত বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া, প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে যখন নিক্ষিপ্ত হন, তখন আপনারাই তাহার প্রতিবিধান করিয়া দেন (অর্থাৎ নির্ব্বিঘ্ন করেন)।

আপনারা পেদু নরপালকে নবনবতি (৯৯) তুরঙ্গের সহিত আর একটি মনোহর শ্বেতাশ্ব দিয়াছিলেন। সেই ঘোটক উত্তম বীর্য্যবান্। তাহাকে সন্দর্শন করিলে, বিপক্ষেরা পশ্চাৎপাদ হয়। তাহা নরলোকের মহামূল্য ধনতুল্য। তাহার নাম শুনিলে আহ্লাদ জন্মে। তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, চিত্তক্ষেত্রে শান্তির উদয় হয়।

হে অক্ষয় নৃপদ্বয়! আপনাদের নামোচ্চারণে সুখ জন্মে; আপনাদের গমন-কালে চারি দিক হইতে, সকলেই বন্দনা করে। আপনারা কোন সস্ত্রীক পুরুষকে রথাগ্রভাগে সংস্থাপিত করিয়া আশ্রয় দিলে, তাহার কোনই বিঘ্ন-বিপত্তি ঘটে না; পাপ, তাহাকে স্পর্শ করিতেও অসমর্থ।

ঋভুরা (দেবতারা) আপনাদিগকে যে রথ নির্ম্মিত করিয়া দিয়াছেন, সেই রথের আবির্ভাব হইলে, আকাশাঙ্গনা ঊষা উদিত হন, সূর্য্য হইতে সুমনোরম দিবা-রজনী জন্ম পরিগ্রহ করে। মনের গতি হইতেও, দ্রুততর বেগগামী সেই রথারোহণ পুরঃসর আপনারা এখানে আসুন।

আপনারা সেই রথে চড়িয়া গিরি-অভিমুখে গমন করেন। শয়ুর (এক ব্যক্তির) স্থবির ধেনুকে পুনঃ পয়স্বিনী করিয়া দেন। বর্ত্তিকা, ব্যাঘ্রের গ্রাসে নিপতিত হইয়াছিল, আপনারা তাহাকে তরক্ষুর বদন-গহ্বর হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, আপনাদের এত সামর্থ্য।

ভৃগুতনয়েরা যেমন রথ নির্ম্মাণ করেন, আমিও সেইরূপ আপনাদের স্তুতি নির্ম্মাণ (রচনা) করিলাম। (লোকে) জামাতাকে সুতা-সম্প্রদান-সময়ে যেরূপ বস্ত্রাভরণে সুসজ্জিতা করিয়া পাত্রস্থা করে, সেইরূপ আমি এই স্তোত্রকে বিভূষিত করিয়াছি, যেন চিরকাল আমাদের পুত্র পৌত্র প্রতিষ্ঠিত রহে।

হে কার্য্যোপদেশক অশ্বিদ্বয়! আপনাদের বিশাল রথ প্রাতে যে সময়ে গমন করে ও সকলের সমীপে বিত্ত বহন করিতে থাকে, সেই সময় কোন্ যজমান, সেই সমুজ্জ্বল স্বীয় যজ্ঞের সফলতা নিষ্পাদিত করিতে রথের স্তুতি করে? আপনাদের সেই রথ কোন্ স্থানে যায়?

অশ্বিদ্বয়! আপনারা দিবসে ও রজনীযোগে কোন্ স্থলে যান? আপনারা কোথায়ই বা কালাতিবাহন করেন? পতিহীনা অঙ্গনা, যেমন * * * দেবরকে সম্মান করে,— রমণীরা স্ব স্ব ভর্ত্তাকে যদ্রূপ সমাদর প্রদর্শন করে, তাদৃশ সম্মাননা সহকারে কে আপনাদিগকে আহ্বান করিয়া থাকে?

আপনারা উভয়ে দুই স্থবির ভূপতি সদৃশ। আপনাদের নিদ্রাপগমের কারণ যেন স্তোত্র পঠিত হইয়াছে। যজ্ঞ-প্রাপ্তির আশয়ে আপনারা প্রত্যহ

কাহার নিকেতনে যান? কোন্ লোকেরই বা অধর্ম্ম নষ্ট করেন? হে ক্রিয়োপদেষ্টা! আপনারা কাহার যজ্ঞে নৃপকুমার-যুগলবৎ গতিবিধি করেন?

ব্যাধগণ, যেমন প্রকাণ্ড মৃগকুলকে কামনা করে, আমি সেইরূপে অহর্নিশ যজ্ঞীয় দ্রব্য সংগ্রহ পুরঃসর আপনাদিগকে আহ্বান করি। হে উপদেশকারিযুগল! লোকে আপনাদিগকে উদ্দেশ করিয়া, হোম করে, আপনারা তাহাদের নিকট অন্ন গ্রহণ করেন; আপনারাই যাবতীয় মঙ্গলের বিধাতা।

আমি ভূপ-তনয়া ঘোষা। আমি সর্ব্বত্র গতায়াত দ্বারা আপনাদের বিষয়ই কীর্ত্তন করি, আপনাদের কথাই প্রশ্ন করি; আপনারা আমার সমীপে দিবানিশি অবস্থান করুন। অশ্ববিশিষ্ট রথারোহী ভ্রাতুষ্পুত্রকে শাসিত করুন।

হে কবিগণ! আপনারা রথারোহণ করিয়াছেন। আপনারা রথোপরি আরোহণ করিয়া কুৎসের মত স্তোত্রকারীর নিকেতনে গিয়া থাকেন * * *।

আপনারা ভুজ্যুকে (এক জন লোককে) সাগর হইতে, উদ্ধার করিয়াছিলেন। আপনারা বশ (এক রাজা), অত্রি এবং উশনাকেও উদ্ধার করিয়াছিলেন। বদান্য লোকেই, আপনাদের মিত্র হয়। আপনাদের আশ্রিত হইলে, যে আনন্দ লাভ করা যায়, আমি তাহারই প্রার্থিনী।

আপনারা, কৃশ, শৈয়ুর, আপনাদের সেবক ও বিধবা নারী—এই সকলকে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন। আপনারা যজ্ঞকারক লোকদিগের নিমিত্ত নভঃস্থল বিদারিত করেন; মেঘাবলি সপ্ত বদন উদ্ঘাটন করিয়া ধ্বনি সহকারে বারি বর্ষিত করে।

আমার নাম ঘোষা। আমি স্ত্রী-লক্ষণ-যুক্তা হইয়া সৌভাগ্যশালিনী হইয়াছি। আমার বিবাহার্থে বর আগমন করিয়াছেন। আপনারা বারিবর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার নিমিত্ত শস্য সঞ্জাত হইয়াছে। তরঙ্গিণী-শ্রেণি, নিম্নাভিমুখে বহমান হইতেছে। তিনি নীরোগ, ঐ সমুদয় সুখ-সম্ভোগের অনুরূপ বল তাঁহার সঞ্জাত হইয়াছে।

অশ্বিযুগল! যাঁহারা নিজ-প্রণয়-ভাগিনীর জীবন-ত্রাণ-হেতু শোক করেন, যাঁহারা তাঁহাদিগকে যাগযজ্ঞে নিয়োজিত করেন, * * * * * ও যাঁহারা অপত্যোৎপাদন পূর্ব্বক পিতৃগণের যজ্ঞকর্ম্মে ব্যাপৃত করেন, সেই সহধর্ম্মিণীরাই সুখিনী।

তাঁহাদের সেই সুখ আমার অবিদিত। আপনারা সেই সুখের বর্ণনা করুন। আমার বাঞ্ছা, পত্নীবৎসল হৃষ্টপুষ্ট ভর্ত্তার ভবনে যেন যাইতে পাই।

আপনারা ধন-ধান্য-সম্পন্ন। আপনারা দুই জনে আমার উপর প্রসন্ন হউন। আমার অন্তঃকরণের সমুদয় আকাঙ্ক্ষা সফল হউক। আপনারা মঙ্গলবিধাতা; আপনারা আমার রক্ষাকর্ত্তা হউন।

আমরা পতি-সদনে গিয়া, যেন তাঁহার প্রীতি-ভাজন হই।

আমি আপনাদের বন্দনা করিতেছি। আপনারা আমার প্রতি সদয় হইয়া আমার ভর্ত্তৃভবনে জন-ধন-বল অর্পণ করুন। আমি যে স্থানে জলপান করি, তাহা যেন সুবিধা-জনক হয়। স্বামিগৃহে গমনকালে পথে যদি কেহ, আমার প্রতিবন্ধকতাচরণ করে, তাহার ধ্বংস করুন।

হে রম্যাকৃতি অশ্বিদ্বয়! আজ আপনারা কোন্ লোকের আলয়ে আমোদ করিতেছেন? কে আপনাদিগকে আবদ্ধ করিয়াছে? কোন্ জ্ঞানী যজমানের আবাসে গিয়াছেন? *

আনন্দবাই যশীর মানসিক প্রকৃতির ছবি।

পরলোকগত আনন্দ বাই যশীর নাম আমাদিগের পাঠিকাগণের অবিদিত নাই। ইনি এক জন অসামান্যা মহারাষ্ট্রীয়া রমণী। গাঢ় বিদ্যানুরাগ ও আন্তরিক ধর্ম্মানুরাগ জন্য ইনি অল্পকাল মধ্যে সুবিদিতা ও বহু লোকের প্রিয়পাত্রী হইয়াছিলেন। ইনি ইঁহার স্বামীর সম্মতিতে আমেরিকায় গমন করেন এবং সেখানে চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া তথাকার অনেক বড় বড় লোকের প্রশংসাভাজন হয়েন। ইনি যখন ইউনাইটেড ষ্টেটসের রোচেস্টর নগরে বেড়াইতে যান, তখন সেখানে তাঁহার কোন ইংরাজ বন্ধু তাঁহাকে কতকগুলি প্রশ্ন করেন, আনন্দ বাই সেই প্রশ্নের যে উত্তর প্রদান করেন, তাহাতে তাঁহার মানসিক প্রকৃতির ছবি স্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। সেই প্রশ্নোত্তরমালা আমরা নিম্নে প্রকটিত করিতেছি। পাঠিকা ইহা পাঠে বুঝিতে পারিবেন, আনন্দ বাই যশী কিরূপ উচ্চ প্রকৃতির মহিলা ছিলেন।

প্রশ্ন—আপনার জীবনের উদ্দেশ্য কি?

উত্তর—মানব সমাজের উপকার করা।

প্র—আপনার জীবন—পরিচালক বাক্য কি?

উ—"ঈশ্বর একমাত্র সহায়।"

প্র—আপনি কাহাকে যথার্থ সুখ মনে করেন।

উ—ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস।

প্র—আপনার মতে দুঃখ কি?

উ—কেবল নিজের স্বার্থ ও ইচ্ছানুসারে কার্য্য করা।

প্র—কোন্ বস্তু আপনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘৃণা করেন?

উ—দাসত্ব ও পরমুখাপেক্ষিতা।

* ঋগ্বেদসংহিতার ৭ সপ্তম অষ্টকের ৮ অষ্টম অধ্যায়ে ঘোষার রচনাবলি নিবদ্ধ আছে।

প্র—কিসে আপনার মনে খুব আনন্দ হয়?

উ—যে ভাল কার্য্য করি, তাহার জন্য পুরস্কার পাইলে।

প্র—আপনার চরিত্রের বিশেষত্ব কি?

উ—তাহা আমি আজও স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই।

প্র—মানব হৃদয়ের কোন্ ভাবকে আপনি অতি মহান বলিয়া মনে করেন?

উ—প্রেম।

প্র—মানব চরিত্রের কোন গুণটীকে আপনি বড় ভাল বাসেন।

উ—সরলতা।

প্র—কোন্ দোষকে আপনি বড় ঘৃণা করেন?

উ—কপটতা ও বিশ্বাসঘাতকতা।

প্র—আপনার প্রিয় আমোদ কি?

উ—পুস্তক পাঠ।

প্র—আপনার প্রিয় কাজ কি?

উ—সাধারণের মঙ্গল সাধন।

প্র—কোন্ পুস্তক আপনি অতি মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে ভাল বাসেন?

উ—ভগবদ্গীতা।

প্র—ধর্ম্ম গ্রন্থ ছাড়া অন্য কোন্ পুস্তক আপনার নিকট খুব শিক্ষাপ্রদ বলিয়া বোধ হয়?

উ—পৃথিবীর ইতিহাস।

প্র—কোন্ কালে আপনি পৃথিবীতে জীবিত থাকিতে ভাল বাসেন?

উ—বর্ত্তমান কালে।

প্র—কোন্ স্থানে আপনি থাকিতে ভাল বাসেন?

উ—এখন এই রোজেল নগরে, ইহার পর স্বর্গে।

প্র—যদি আপনি আনন্দ বাই যশী না হন, তাহা হইলে পৃথিবীর অন্য কোন লোকের ন্যায় হইতে ইচ্ছা করিবেন?

উ—কাহারও ন্যায় নয়।

প্র—আপনার মতে অতি সুমিষ্ট কথা কোন্ গুলি?

উ—প্রেম, দয়া, সত্য ও আশা।

প্র—আপনি কোন্ কোন্ কবির গ্রন্থ পড়িতে ভাল বাসেন?

উ—পোপ ও কালিদাসের।

প্র—কোন্ কোন্ মহিলা কবির গ্রন্থ আপনার প্রিয়?

উ—মুক্তাবাই জানাবাই।

প্র—কোন্ কোন্ সাহিত্যকারের গ্রন্থ আপনার নিকট আদরণীয়?

উ—গোলডস্মিথ্, মেকলে, এডিসন ও শাস্ত্রী চিপ্লুটুইকার।

প্র—স্থাপত্য বিদ্যার পরিচায়ক কোন্ বস্তু আপনার নিকট খুব সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে?

উ—তাজমহল।

প্র—কিরূপ বাদ্যকর আপনার মনোমোহন করে?